১৯৩৯

১লা জানুয়ারি, ১৯৩৯। রবিবার

১৯৩৮ সাল কেটে গেল। অপূর্ব আনন্দেই কাটল। সকালে বিশ্বনাথ চা লুচি খাওয়ালে। খুকুদের বাড়ি গিয়ে দেখি দোর খোলা..ভেজানো। তবু শিকল টানি।খুকুএসে বলে দোর তোখোলাই আছে। একটা চৌকির ওপর বসে। একটু পরে বল্লে চুলটা বেঁধে নিই। খানিক পরে চুলবেঁধে পাউডার মেখে এল।

২রা জানুয়ারি, ১৯৩৯। সোমবার

পূর্বদিন টকি দেখতে যাওয়া হয়েছিল। সকালে যখন ওদের বাড়ি গেলুম খুড়িমা বসেসেই গল্প। খুকুবল্লে বসুন না, আজ তো বাজার করে দিয়েচেন। অতো তাড়াতাড়ি কি? ১২টাপর্যন্ত বসলুম। তারপরে আসচি, ও জামার মাপ দেবে—দিলে না। বল্লে যাবার সময় একবার তো আসবেন—সে সময় দেব। অর্থাৎ আর একবার নিয়ে যেতে চায়। আমি বেরিয়ে বেলা দুটোর সময় ওদের বাড়ি যাচ্চি, ও তখন ছাদের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে! গান গেয়েতাড়াতাড়ি এসে দোর খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমার আবার পয়সা পড়ে রাস্তার ধারেছড়িয়ে—সেই খুঁজতে দেরী। ও বল্লে ওসব কি খুঁজছিলেন? বললুম পয়সা। বলে—পয়সাঅমনি পড়ে যায়। বললে, কবে আসছেন? বললুম সামনের শনিবারের পরের শনিবার। ওবললে এত দেরী? বললুম তার আগে কি আসতে পারি? খুড়িমা বল্লেন দেবুর বিবাহের বিভ্রাট নিয়ে। তারপর যখন পায়েস খেতে এসে বাড়ি থেকে আবার যাচ্ছি তখন দেখি ও ওদের বাড়িরচালার সামনের দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ছুট দিলাম সাইকেল করে। বিশ্বনাথ ও আমিপানিহাটি মিউজিক কনফারেন্সে। রাত ৪টা পর্যন্ত গান শুনি। আমি রমাপ্রসন্ন, গৌরী, সোমনাথমিত্র। শীতল পাস দিলে। কেশরী বাইয়ের ভৈরবী আর বসন্তবাহার শুনতে শুনতে মনে হয়আমি যেন বনগাঁয়ে চলে গিয়েছি। কেবলই খুকুর কথা মনে পড়ে অন্য মেয়েদের দেখে।

৩রা জানুয়ারি, মঙ্গলবার

সকালে উঠলুম ৮টার সময়। মিউজিক কনফারেন্স থেকে ৪টার সময় শুয়েছি। তারপর নুটুকে পত্র লিখি স্কুলে যাবার সময়। স্কুল শেষে বিমলদের বাড়ি। গিরিশবাবু মারা যাওয়ার জন্যে সকালে ছুটি। এতকাল পরে গিরিশবাবু মারা গেলেন। সেই ময়দান ক্লাবে, সেই স্যার পিসি রায়ের আড্ডা—আমার বাল্যজীবনের কাহিনী সে সব। গিরিশবাবু বলতেন বার্কিস ইজ উইলিং আর কি হাসাতেন আমাদের।

বিমলাদের বাড়ি। গাড়ি আনতে গিয়ে দেখি ভট্চাজের গাড়ি—দেখে যাই না। প্রবাসী অফিসে আরণ্যকের প্রুফ দিয়ে কালু ঘোষের লেনের সেই চারুবাবুর বাড়িটার সামনে দিয়েযেতে যেতে মনে পড়ল সেই আমি আর আজ একদিন। ভগবান প্রেমময়—তিনি আমায়কলকাতার পথে পথে বেড়াতে দেখেছেন—তাই আজ তার দয়া শতধারে জীবনে বৃষ্টি হচ্ছে।সুপ্রভাদের হোস্টেলের সামনে দিয়ে জে.এল.ব্যানার্জীর দু বোনের বাসার সামনে দিয়ে এম, সি। রমেন ভট্চাজ রমেশ বাবুর দোকান। রমাপ্রসন্নর বাড়িতে কাল কেশরী বাইয়ের গানেরআলোচনা। বাসায় এল চারু দত্ত। দিলীপের 'তরঙ্গ রোধিবে কে'র দ্বিতীয় সর্গ নিয়ে এল সে, লুটিয়ে প্রণাম করে বল্লে—রবীন্দ্রনাথকে কখনো প্রণাম করিনি। আপনার উপর (দুস্পাঠ্য)।কিনা।...দিলীপের ভাগ্নী এল।

৪/১/৩৯ বুধবার

সকালে আশীষ গুপ্ত। তাঁর সঙ্গে কথা বলে খেতে গেলুম। তারই মোটরে স্কুল। স্কুলেএকবার ছাদের ওপর দিয়ে দুপুরের রোদভরা আকাশের দিকে চেয়ে রইলুম। কেবলখুকুর কথা মনে হয়। মনের সে এক অদ্ভুত আনন্দের ভাব—আজ যখন নীরদবাবুদের বাড়ি থেকে ট্রামেরমাপ্রসন্নের এখানে আসছি, জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের নক্ষত্ররাজির দিকে চেয়ে কেবলই মনেহচ্ছিল বন্ধু যদি নক্ষত্রলোকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে থাকে, মানুষের আত্মা এই

অসীম শূন্য ভেদকরেও সেখানে গিয়ে ওর সঙ্গে মিলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না। ভালবাসা এবং যশ পাওয়া এক অদ্ভুত অনুভূতি তাই ভাবি। অদ্ভুত ব্লিস, গিরীন...দোকানে গেলুম আশীষের গাড়িতে।সেখানে চা খেয়ে ওরই গাড়িতে নীরদবাবুর ফ্ল্যাট—গত বড়দিনের কত গল্প সেখানে। সেখানথেকে ট্রামে রমাপ্রসন্ন।...আমার কথা বলেচে কত, ওদের কাছে হাওড়ার অভিনন্দনের কাগজপত্র দেখিয়েচে শুনলুম। বেশ মেয়েটা, কিন্তু আশ্চর্য, সুপ্রভার কোনো পাত্তাই পাই না কেন—চিঠিদিলুম অথচ চিঠির উত্তর এখনো পেলুম না। হয়তো তাহলে (দুস্পাঠ্য) নেই অন্য কোথাওগিয়েছে।

কেবলই খুকুর কথা মনে হয়—আর মনে যেমন স্নেহ জাগে, ওকে আবার দেখতে ইচ্ছেকরে—মনে হয় সন্ধ্যা সকাল ওর কাটচে কি করে?

৫/১/৩৯ বৃহস্পতিবার

সকালে তিনু খাবার এনেই চলে গেল। আজকাল কম সময় পাই। আশীষ এল। স্কুলেসরস্বতী পূজার জন্য সকালে ছুটি। সুপ্রভা আজ একটা নতুন ক্যালেন্ডার পাঠিয়েছে(?) থেকে।স্কুলের পরে পরেশের দোকানে খুকুর সঙ্গে দেবুর বিবাহের কথা বলতে। এম.সি কলেজস্কোয়ারে বসে ভাবছিলুম সেই ১৯১৯ সালের জানুয়ারি। বিয়ে, অন্ধকার, দারিদ্র্য, শ্রীগোপালমল্লিকের লেনের বাড়িটা। ভাগলপুরের সেই জীবন, জাঙ্গিপাড়ার। আজও ভাগলপুরে থাকলেঅনেককেই তো পেতুম না, সুপ্রভা, যেমন বিশেষ করেখুকু। ওর কথা সর্বদাই আনন্দের সঙ্গেযে ভাবি, এত আনন্দ পাই; খুকুর ব্যাপারে যে জিনিসটি লক্ষ্য করেছি তা এ বৎসর বা ১৯৩৮সালের গোড়া থেকে দেখেছি। এর বিভিন্ন স্টেজে (১) গত ইস্টারের ছুটি (২) গতগ্রীষ্মাবকাশ। এসময় এত নতুন ঘটনা ও লক্ষণের সৃষ্টি (3) নাগপঞ্চমীর ছুটিতে নলে নাপিতের (?) হওয়ার খাওয়া, ওদের দাওয়ায় বসে খাওয়া, রাত্রে ক'দিনই এদের ওখানে খাওয়া, বর্ষার দিনে কত সন্ধ্যায় গল্পগুজব (৪) গত পূজার ছুটিতে জলবেষ্টিত বাড়িতে যাওয়া এবং ফণি পাণ্ডার আসা, চূড়ামণি যোগের দিন নিরঙ্কুশ মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ (৫) প্রসন্নবাবুর নতুন বাড়িতে নুটুর বিবাহের পূর্বে ও পরে বড়দিনের ছুটির সময় কয়েকটাদিন। এসব অদ্ভুত বিবর্তন, অনুভূতি।

গৌরীর কথা এই সন্ধ্যায় আজ এত মনে হল। বঞ্চিতা অভাগিনী বালিকা, সংসারে সে কিছুই পেল না—কিংবা পেয়েও ভোগ করতে পারলে না। আজ তার জন্য এত কষ্ট হল। তারই তো জিনিস, তারই তো ন্যায্য অধিকার সবতাতেই। এই কুড়ি বছরে (১৯৩৮-এ কুড়ি বছর ফুরোলো) কি পরিবর্তনই না ঘটল জীবনে, কিন্তু সে আজ কোথায়? সেই ইছামতী, সেইচাঁপাকাঁটার বন, দোতলা ঘর। সুন্দর ঠাকুরের হোটেল, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের ঠাকুরবাড়ি, জাঙ্গিপাড়া তালবন, কালী সেকরার দোকান, কিশোরীবাবুর ঘর, চাঁদ উঠচে। সুপুরীগাছেরআড়ালে, ভাগলপুরের প্রান্তর, শালবন, অরণ্য। তারপর আবার বারাকপুর, বকুলতলা, কালবৈশাখীর ঝড়। তারপর শিউলিতলায় বনসিমতলার ঘাট, বিলবিলে(?) সবই অপূর্ব।

৬/১/৩৯ শুক্রবার

সকালে আশীষ এসে সাহিত্য আলোচনা করলে, তারপর স্কুল, স্কুলে এল গৌর ও শিবরাম। অশোক চ্যাটার্জী এবং ফিয়ার লেনে আমার ছাত্র ভূতনাথ, সে যে কেন এল জানি না।

তবে আশীষ, অশোক, শিবরাম একই উদ্দেশ্যে।

স্কুল থেকে প্রদোষ বলে ছোট্ট ছেলেটা দেড়টার সময় চলে যাবে—আমার কাছে লিখিয়েনিতে এল—টিফিনের সময় আমি তখন শুয়ে থাকি ক্লাসরুমে, তারপরেই শিবরাম ও গৌর এল।

ট্রামে সাড়ে তিনটার সময় সজনীর বাড়ি।...নিই ও তাকে সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে বলি। সে রাজি হোল। ব্রজেনদাও রাজি। চা খেয়ে পশুপতিবাবুর বাড়ি, কেউ নেই, বউঠাকরুণ ও সুবর্ণদেবী সার্কাস দেখতে গিয়েছেন। সুতরাং নীরদের বাড়ি এসে চা-পর্ব। নীরদটেস্টামেন্ট অফ বিউটি পড়ে শোনালে। নীরদের স্ত্রী শিলং-এর বালা। ট্রামে রমেশ সেনেরদোকান, এম-সি। প্রেমাঙ্কুরবাবুর সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা।...প্রসঙ্গে ও...রবিবারের পিকনিক সম্বন্ধে রমাপ্রসন্নের স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলুম কি নিয়ে যেতে হবে।

৭/১/৩৯ শনিবার

সকালে ফাল্গুনী মুখুজ্জে ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, টাঙাইলের উপীন ও গ্রন্থকার। স্কুলে এলেন আশীষ গুপ্ত। তার মোটরে রওনা হয়ে ভবানীপুরে আশীষের বাড়ি। মানিক নেইবসুশ্রীতে। আশীষের বাড়ি গিয়ে এক মর্মন্তুদ ব্যাপার। ওদের উপরের ফ্ল্যাটে এক ভদ্রলোকের দশ বছরের মেয়ে মারা গিয়েছে। তার মৃতদেহ তখনো শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। মেয়েরমায়ের একটা ছেলে ছ'মাস আগে মারা গিয়েছে। ভদ্রমহিলার কি আকুল কান্না। শুনে সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। কি সে বলির পশুর মতো আর্তনাদ! খুকুর কথা মনে হয়ে এবং এইঅবস্থার কল্পনা করে চোখে আর জল থামে না। খুকুকে যেন নতুন করে ভালবাসলাম এইব্যাপারের মধ্য দিয়ে। ভদ্রমহিলার সে কান্না কিছুতেই ভুলতে পারছি নে। আজ সারাদিনের পরে এখন আবার সে আর্তনাদ মনে এল। ভগবান তাকে সান্ত্বনা দিন। অবনীবাবু ও প্রভাতবাবু এলেন, মোটরে এসপ্ল্যানেড হয়ে শ্রীরামপুর, অমিয়দের বাড়ি যাচ্চি আর ভাবচি কতকাল আগেদিদিকে দেখতে আসতুম কি উদ্বেগ ও আগ্রহভরা মন নিয়ে, সে মন কোথায় গেল। ধরো আজ আবার দিদির সঙ্গেই দেখা করতে চলেচি, যেন আমি জাঙ্গিপাড়ায় আছি। কিন্তু অবস্থার কি গুরুতর পরিবর্তন। প্রবোধ সান্যাল বসে আছে অমিয়দের বাড়ি। দিদিদের বাড়ি, দিদি নেই—বসিরহাটে গিয়েচেন। দিদির মেয়ে মানা বলল—এই যে মেসোমশায়। আমি ভাবছিলুম আজ ঠিক মেসোমশায় আসবেন। লীলাদিদি মারা গিয়েছেন। তার শ্রাদ্ধ আজ। সাড়ে সাতটারট্রেনে আসতে আসতে চাঁদ ওঠা পুব আকাশের দিকে চেয়ে খুকুর কথা মনে হয়। এই সময় বনগাঁয়ের বাইরের ঘরে সে প্রফুল্লদের চা করে দিয়ে গল্পগুজব করছে—তার সেদিনকার ছাদে ওঠা। 'এই যে!'বল্লে ছাদ থেকে, মা আপনাকে ডাকচেন, বলেই ও ছাদে উঠে গেল। বাইরে বউমার ভাইয়েরা বসে আছে বলে বাইরের ঘরে ও যেতে পারল না—আয়না চিরুনি নিয়ে চুলবাঁধতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, পাছে আমি চলে যাই।

এসব কথা কি ভুলবার ? ওর জন্য কি মন খারাপ হয়েছে..আশীষ গুপ্তের বাড়ির এইব্যাপারের পরে মনটা হু-হু করছে।

বনগাঁর সেই ছেলেটি যে সুরেনের বাসায় গান গায়।

৮/১/৩৯ রবিবার

সকালে উঠি। এল বনগাঁর ছেলেটি। রমাপ্রসন্নর বাড়ি থেকে...গৌর, অমিয়, মাধব, শিবুযাবে ঠাকুরপুকুর। আশীষের মোটরে অপূর্ব বাগচীকে ডাকতে যাই। সে এল না। আমরাঠাকুরপুকুর গেলাম। একটাপুকুরের ধারে বসে ভাবছি, এখন বেলা দশটা, বনগাঁয়ে খুকুরবাসায় এতক্ষণ দু'জনে গল্প করচি—যেদিন না যেতুম ও যেতো চটে। যেতে যেতে বাগানে, কলাবাগানে শুয়ে কলের গান শুনতে শুনতে কতবার ওর কথা মনে হয়েছে। পুকুরে স্নান করেসাঁতার কাটি—দীর্ঘ সারাদিন ধরে নানা কথা টুকরো টুকরো ভাবে মনে এসে মনকে আনন্দের ঘোরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কখনো ভাবচি সে ছাদে উঠে যেতেই ডাকত—এই যে। কখনো ভাবি সে বলছে কাল এলেন না—আমার এমন রাগ হল।

ট্রামে ফিরলুম পুলুদের বাড়ি। কাননের পত্র ও নকুলের পত্র। বাগানে আমাদের খাওয়ানিয়ে।

আরণ্যকের প্রুফ দিয়ে গেল সকালবেলা। হিন্দু হোটেল ও বিপিনের সংসার লিখচি রোজদু'পাতা।

এই দিনটি বহুদিন আগের, আজ কাছারি থেকে বটেশ্বর হয়ে কলবলিয়া পার হয়েকাটারিয়া রেল স্টেশনে ঘোড়া করে গিয়েছিলুম—হাটে দেখেছিলুম জলার ধারে।

৯/ ১/৩৯

সকালে আলোকচক্র। আশীষ। স্কুলে যাই—সেখান থেকে এলুম ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটি, গলি দিয়ে হেঁটে। বউমার জন্যে জামা কিনে সজনীর ওখানে। সেখান থেকে টাকা নিয়ে দমদমারবাসে বহুদিন পরে দমদমার রাস্তা দিয়ে দমদমা স্টেশনে। এইখানে সুশীলবাবুর বাগানবাড়িতেযেতুম ১৯৩১ সালে—তখনখুকুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কিন্তু ৮ নং বাড়িতে থাকার সময়ে, ৭নং এর সময়ে নয়। মামার বাড়ি গিয়ে মামিমার সঙ্গে গল্প করে খেয়ে রাত দশটার গাড়িতেএই এলুম। আর গাড়ি যাবার ও আসবার সময় নানা কথা ভেবেচি। প্রধানত ভেবেচি অনেকদূরে পল্লীগ্রামে শিউলিতলায় বকুলতলায় একটি মেয়ের কথা। বল্লে—না—তা কি আর? আমি সকাল থেকে তিনবার জানলায় দাঁড়িয়েচি—একবার ছাদে উঠেচি দেখবার জন্য।

অনেক রাত্রে ফিরি।

১০/১/৩৯

সকালে আশীষ। স্কুলে ছেলেদের সরস্বতী পুজোর থিয়েটারে তালিম দিই ওপরে।বিমলাপতি, হীরেন বাঁড়ুজ্যে, বুড়ো ওদের। আশীষ আসবে।

দুপুরে ছাদে দাঁড়িয়ে অপূর্ব ভাব হল। দূরের গ্রামের দিকে চেয়ে ভাবলুম কোথায় চলে যাবে সব—একদিন আসবে যখন কেউ থাকবে না—খুকুও না আমিও না। জানি এদিন যাবে।

আশীষের মোটরে বসুশ্রী হয়ে গেলুম। ক্ষেত্রবাবু এলেন কাত্যায়নী বুক স্টলে। সুপ্রভাকে ওবেলা চিঠি পাঠিয়েছি—এবেলায় কিন্নরদল পাঠালুম। তারপর আশীষের সঙ্গে রমাপ্রসন্নের ওখানে আসবার পূর্বে রমেশ কবিরাজ ও এম-সি সেরে এলুম। রমাপ্রসন্নর স্ত্রী মোচার চপ তৈরিকরেচে—খাওয়া গেল। ওখান থেকে বাড়ি। ওবেলা শিবরাম এসেছিল—স্কুল পর্যন্ত সঙ্গে গেল।

গভীর রাত্রি, প্রায় ২টা। উঠে জ্যোৎস্নার আলোয় রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে কতকাল আগের মতো, ভাগলপুরের মতো। আমাদের গাঁয়ের সবই নতুনভাবে মনে পড়ে। সীতানাথ, হরি রায়, বাবা, জ্যাঠাইমা, সইমা, পিসিমা, বুধনী বোষ্টমী—আজকালখুকু।

একটা রোমান্টিক নাটকটিকে মনে করে এই দ্বন্দ্বটা আসচে।

১১/১/৩৯

সকালে আজ কেবল আরণ্যকের প্রুফ নিতে এসেছিল। স্কুলে এলেন সত্যভূষণবাবু (হেডমাস্টার চারুবাবুর ভগ্নিপতি) অনেকদিন পরে। তারপরে এলেন শিবরাম, আশীষ ও ভূতনাথ (উপেনের ছাত্র দেবুর ভাই)। আশীষের মোটরে প্রথমে স্টিফেন্স হাউসে গেলুম ভূতনাথের সঙ্গে। সেখানে দেখি লাইফ ইনসিওরের ব্যাপার। সেখান থেকে রেডিও গিয়ে নৃপেনের সঙ্গে কথা হল। ওখান থেকে বেঙ্গল রেস্টোরেন্টে ঘুগনি চা খাই—তারপর আশীষ চলে গেল। এম-সিতে গিয়ে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও হেমেনদার সঙ্গে গল্প করি। তারপর রমাপ্রসন্নর ওখানে এসে গৌরবাবুদের সঙ্গে গল্প করি। পথে জ্ঞানবাবু ময়মনসিংয়ের সেইউকিল সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা। তাঁকে রমাপ্রসন্নর বাড়ির পথ চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে শিবুকেপাঠাই। আজওদুপুরে বড় সুন্দর করে মনে এসেছিল সেই কতকালের বারাকপুর, বকুলতলা, আর এই যে ধীরে ধীরে খুকু এল শিউলিতলার পথ দিয়ে একদিন—তারপর ওর সঙ্গে কতঘটনা। তারপর সবাই চলে যাবে এমন দিন আসবে।

১২/১/৩৯

সকালে বিশ্বনাথ ও আলোকচক্রের ছেলেরা—চারু দত্ত, নৃপেন চাটুজ্জে, শিবরামমার্কোপোলোর অনুবাদক ছোকরা ও আশীষ। আরণ্যকের প্রুফওয়ালা।

আশীষের গাড়িতে স্কুলে। দুপুরে স্কুলের ছাদ থেকে কত দূরের পল্লীগ্রামের কথা ভাবি।আশীষের মোটরে ছুটির পরে সুরেন গাঙ্গুলী ও বিষ্ণুবাবুর বাড়ি টালিগঞ্জে।

যেতে যেতে ছায়াচ্ছন্ন অপরাহ্ণের আকাশের দিকে চেয়ে প্রতীক্ষমানা এক পল্লীবালার কথা ভেবে মনে হয় জীবনে এমনটি অনুভূতি হয় যা হয়েছিল ২০ বৎসর আগে—তাও ঠিকএমনধারা নয়, এ অপূর্ব অনুভূতি এই বয়সে যিনি আমায় দান করেছেন, সেই ভগবানকেধন্যবাদ দিই। রাঙা কাপড় পরে ছাদে দাঁড়িয়ে আছে সকালে—আমায় দেখেই তাড়াতাড়ি নিচেএসে বাইরের দোর খুলে দিলে। এ দৃশ্য মনে রাখবার মতো সারাজীবন ধরে। ছল করে দেখা অনুক্ষণ—কি সুন্দর ছবিটি। ট্রামে চারুদার বাড়ি—চা খাই বসে। খেয়ে এসে শুনি ফিয়ার্সলেনের ভূতনাথ ও সেই কল্যকার বৃদ্ধটি নাকি ইনসিওরের জন্যে এসেছিল।

সুপ্রভা আজ আমায় চিঠি দিয়েছে। তাকে আজ পত্র দিলাম।

১৩/১/৩৯ শুক্রবার

সকালে পাটালি নিয়ে এল পানু। গৌরী সঙ্গে যেন এখনো আছে—এই ২১ বছর সেমারা গিয়েছে তা সত্ত্বেও। আশীষের গাড়িতে স্কুল। ছাদ থেকে দুপুরে প্রতিদিনের মতো আজওদেখি দূরের দিকে চেয়ে। রাত্রে যেন ঘুম হয় না—কত কাজ বাকি আছে মনে পড়ে ঘুম ভেঙে।সে সব কাজ করব। কিন্তু সকালে হয়ে ওঠে না। স্কুল থেকে থিয়েটারে তালিম দিয়ে অনেকদিনপরে শশিভূষণ দের স্ট্রীট দিয়ে মেসে ফিরি। চা ও খাবার খাই। বেরিয়ে খুকুর জামা কিনিদোকানে। কালো চিঠি লিখেছিল জামা নিয়ে যেতে। রমাপ্রসন্নের বাড়ি, পথে চট্টগ্রামের সুরেনআমার সঙ্গে গেল ইস্টবেঙ্গল সোসাইটির দোকানে। আমি গৌর ও অমিয় রমাপ্রসন্নের আড্ডায়। তার পূর্বে এম. সি.-তে গিয়ে টাকা নিই।

১৪ই জানুয়ারি ১৯৩৯ শনিবার

সকালে আরণ্যকের প্রুফ নিতে এল। তারপরে এল সোমবার সভার কথা বলতে প্রফুল্ল। আশীষের মোটরে স্কুল। স্কুল থেকে বাসা এসে তিনু ও চাকরকে সঙ্গে নিয়েনুটুআজ সকালেযে খাবার পাঠিয়েছিল তাই নিয়ে বনগাঁ। সাথে নগেন খুড়ো। অমূল্যবাবু বিশ্বনাথ ও জিতেনডাক্তার এল সঙ্গে। বনগাঁয় নেমে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে আসচি—কালী মোক্তারের জামাইয়ের বাসা ঘুরে গাড়ি যেমন যতীন ডাক্তারের বাসার সম্মুখ দিয়ে খুকুদের বাসার গলি দিয়ে এল, তখন বড় রাস্তায় পড়ে দেখি খুকুছাদে দাঁড়িয়ে আমায় দেখে সরে গেল। ও আগে সাড়া পেয়েছাদে উঠেছে। বাড়ি এসেই ওদের বাড়ি। খুড়িমা দোর খুললেন, খুকুসেজেগুজে এল একটু দেরীকরে।খুকুএল বসল—খুড়িমা ঠিক সেই সময় কি জন্যে বাড়ির মধ্যে গিয়েচেন। ও ঠিক সেই ফাঁকে এল। বল্লুম সুন্দর দেখাচ্চে তোকে হাসলে। তখনি খুড়িমা এলেন। সে সময় ভোবো বলেমেয়েটি এল।খুকুবসতে যাচ্চে চেয়ারে খুড়িমার ইঙ্গিতে সে বাড়ির মধ্যে চলে গেল, কারণ ভোবো রয়েছে। অনেকক্ষণ পরে ভোবো যেতেই ও এল। খুড়িমা সন্ধ্যা করতে উঠলেন। বউমাবোধহয় পাশের ঘরে। আমি না দেখে কি একটা বলতে যাচ্চি, ও একটা অন্য কথা বলে সাবধানকরে দিলে। কথাটা হচ্ছে—থাক আপনার সঙ্গে বকবে কে? চা করে দিয়ে পান নিয়ে এল।আবার কি বল্লুম। চায়ের পেয়ালাটি টেবিল থেকে উঠিয়ে নেয়। ও চোখ দিয়ে ইশারা করলেবউমা পাশের ঘরে। তারপর যখন বউমা উঠে গিয়েচেন ও অমনি বললে—পেয়ালাটা সরিয়েনিই, এখুনি ভেঙে ফেলে দেবেন। অর্থাৎ এই ছুতায় টেবিলের কাছে এল এক সেকেন্ডেরজন্য। কাদম্বরীখানা নিল। বল্লুম—যাই। বল্লে, না, কেন যাবেন? বসুন। আবার কবে আসবেন ? গান করে

শুনিয়ে দিলুম...এই যেমন গান করে। ও হাসে। কত স্নেহের সুরে হাসে ও কত কথাবলে। হাতের আঙুলের উপর পা দেওয়ার সময়ও হাসে। হরি মোকতার বেড়াতে নিয়ে গেলমন্মথবাবুর বাড়ি।

১৫/১/৩৯ রবিবার

সকালে উঠে যতীনদা ও বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে যাই। তারপরই বেলা ৯টার সময়েখুকুদেরবাড়ি, খুড়িমা দোর খুলে দিলেন। একটু পরে চলে গেলেন।খুকুএসে বসল ঠিক সেই ফাঁকে—বল্লে—একটু দেরি হল না? কৈফিয়তের সুরে। কেন? বল্লে—জুতো পরিষ্কারকরছিলুম। তারপর বসলে। বল্লে—কাল আপনি যখন এলেন, আমি তখন ছাদে ছিলাম, ভাবচিএখনো আসছেন না কেন? বেলা তো গেল। এমন সময় দেখি একখানা গাড়ি আসচে—তার মধ্যে আপনি দেখি বসে। বল্লুম কাকা আমার মাস্টার ছিলেন। তার মেয়ে তুমি। এমন অবস্থায়সব নাটক নভেলে যা থাকে, ছাত্রের সঙ্গেই তো প্রেম হয় অধ্যাপকের মেয়ের! তারপর বল্লুম। কমল চিঠি লিখেছে। ছোড়দার স্নানের সময় হল, যাই। এতে আমি চটেচি! ও বল্লে—কেন, ওতে চটলেন কেন? তবে কি কমলের সঙ্গে আপনার কিছু আছে? বল্লুম—কিছু না। আজকালও বেশ জেলাস হয়ে পড়ে। বল্লুম খুব আনন্দে আছ আজকাল, না? ও বল্লে এতেই তো শান্তি, আপনার মনে আমি এসেছি অনেকদিন ধরে কিনা? এ চিরকাল থাকবে। সাধনা করে আনতেহয়েছে। আপনি যে বল্লেন বিরহী, তাই। বল্লে আগে ন্যাকামি করতুম, এখন প্রাচীরের আবরণতো নেই। বলে তখন কি বলেছিলেন, পান তোর হাতেই খাই। বউদি শুনেচে। বল্লুম—শুনুকসে। তারপর মটরশুঁটি ছাড়াচ্ছে আর বলছে—আজ কোথায় গেল পুঁটিদি, কোথায় গেল পাঁচীআর রামপদ! বললাম সত্যের জয়। ও বল্লে,—এতেই তো আনন্দ। নুন চেয়ে বেড়ালে কিহবে? যে আসল জিনিস পায়নি, সে-ই নুন চেয়ে বেড়ায়। মাছ কেটে সামনে বসে তারাই, আমার এটা ওটা আসা-যাওয়া সন্দেহ করে। বল্লুম নীরদবাবু পশুপতিবাবুর বলেছি। ও বল্লে—মজালেন, আপনি মজালেন দেখচি। বল্লুম আনন্দময়ী মূরতি আমার, শোন মেয়ে ও হাসতে লাগল। বল্লে—কচ ও দেবযানীর মতোহয়েছে। ছাত্র আর অধ্যাপকের মেয়ে। বেলা ১১টার সময় উঠলুম। বল্লুম ঠিক সময়ে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গ না পেলে খারাপ হয়ে যায়। ওবল্লে—তা ঠিক, কিন্তু সকলে কি যায়? যে পেয়েছে সেই জানে। সেকালে এত বিয়ে করতো কি করে? সকলকে আনন্দ দিতে পারতো?

যতীনদার বাড়ি গিয়ে তিনটার সময় বসলুম ও তারপর ৫টার সময় ওদের বাড়ি গিয়ে শিকল নাড়তেই ও এসে দোর খুলে দিয়ে এক অপূর্ব ধরনেরহাসি হাসলে-অভ্যর্থনা ও অত্যন্ত পরিচয়ের হাসি। হাসি তো কথা নয়—কিন্তু কথার চেয়ে অনেক কথা বলে—তার উপমা" হয়না।বল্লুম বন্ধুলাভ হয়েছে তোর জীবনে। আমাকে তুই বন্ধু বলে সারাজীবন দাবীরাখিস। বল্লে—দাঁড়ান, কাপড়-কাচিনি অনেক কাল। বলেই চলে গেল এবং অল্প পরেই ফিরে এসে হেসে বল্লে—পাঁচ মিনিট, তার মধ্যেই আসছি। ইতিমধ্যে খুড়িমা এলেন। প্রফুল্ল ও কালো এল। পিঠে খেয়ে যান ও বল্লে। মধ্যে থানার প্রাঙ্গণে যখন বন্দেমাতরম গান হল—ও বল্লেছাদে চলুন, কিন্তু বোধহয় খুড়িমা বারণ কল্লেন, আমি তখন বারান্দা থেকে গান শুনচি বলে যাওয়া হল না। তারপর চা খেয়ে আমি বাড়ি থেকে জিনিসপত্র (নিয়ে) ওদের বাড়ি পিঠে খেতে গিয়ে দেখি বাইরের ঘরে কালো বা প্রসন্ন নেই, অন্ধকার ঘর। আমি শিকল নাড়তেই খুকু দোর খুলে দেয়। দেখি ওর পরনে ছেঁড়া কাপড়। বল্লে দাঁড়ান, কাপড় বদলে আসি। বলে কাপড় ছেড়ে পিঠে নিয়ে এল। বল্লে জলআনি। বল্লুম যাসনে। ও জল আনে, আমি হাত ধুয়েবল্লুম—শোন। ও বল্লে দাঁড়ান, পান আনি। আসুন না আপনি ঘরে। কেউ নেই। তারপর আমিগেলুম খুড়িমার কাছে। খুড়িমা রান্নাঘর থেকে সঙ্গে এলেন। চলে গেলেন কিছু পরে। ও এল পান নিয়ে। বল্লে বসুন না, এখনো ট্রেনের দেরী আছে। বল্লুম আচ্ছা আমি কি বন্ধু বলে ভাবতেপারি? বন্ধু কি পেয়েছি ? ও বল্লে সে তো অনেকদিন পেয়েছেন। তবে এতদিন পাঁচিল ছিল, এবার পাঁচিল আর নেই। পেয়েচেনই তো। বল্লুম—ভগবানকে ধন্যবাদ। পেয়ালাটা সরিয়ে নে না টেবিল থেকে ? ও বল্লে নিচ্চি। বল্লুম না, এখুনি নে। ও নিতে এসে থেমে পিছিয়ে গেল।তারপর টেবিলের ওধার থেকে গ্লাসটি নিয়ে গেল। কাদম্বরীখানা নিয়ে এলুম। প্রবোধেন্দুরঅনুবাদ। দুদিকেই মুশকিল। গাড়ি করে ট্রেনে আসতে আসতে একটা গান

বানালুম—হে বিশ্বদেব, তোমারই গান গাইব। অপূর্ব বাড়ি। ও বল্লে আবার কবে আসবেন? শনিবারে নয় ? কমল ও রত্নার পত্র পেলুম এসে।

১৬ই জানুয়ারি

আশীষের মোটরে স্কুল। প্রথমেখুকুর। টিউবওয়েলে জল খেয়েছিল যে বাড়ি, সেখানেশরৎ স্মৃতিবার্ষিকীর সভায় সভাপতিত্ব। আবার সেই মাঠকোঠার সামনে দিয়ে মোটরে গেলুম ওএলুম। ওখান থেকে চোরবাগানে মল্লিকদের বাড়ি শরৎ স্মৃতিবার্ষিকীতে বক্তৃতা করি। আশীষগুপ্ত ও উপেন গাঙ্গুলী ছিলেন—মোটরে ক্যানিং হোটেলে এসে মিটিং। ওখান থেকেরমাপ্রসন্নের ওখানে আড্ডা। আশীষ পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।খুকুর কথা মনে হয়েচে দুপুরেস্কুলের ছাদ থেকে দূর আকাশের দিকে চেয়ে। সন্ধ্যায় যখন সভাপতিত্ব করচি তখন ধূসরসান্ধ্য-আকাশের দিকে চেয়ে এই ভাবচি যে, এখানে ও এসেছিল, এই টিউবওয়েলের জল খেয়েছিল। ওয়াই এম সি-র লোক এল মিটিং-র জন্যে।

১৭/১/৩৯ মঙ্গলবার

সকালে আশীষ ও রমেশবাবু। তাদের সঙ্গে স্কুল। স্কুলের ছাদে দুপুরবেলা কি একটা অদ্ভুত অনুভূতি। যেন সেই কতকালের পুরোনো বারাকপুর। শিমূল গাছে পাকড়া ফেটেছে, স্নান করে উঠছি—বাল্যকালের বারাকপুর। সরস্বতী পূজার চাঁদার জন্য বিমলাপতি প্রমুখকে নিয়ে . বিভূতিদের বাড়ি। হীরেনবাবু বল্লে ইসমাইলপুরে তেমনি জঙ্গল আছে, আজমাবাদের শুক বেঁচেআছে। শুনে সারাদিন সেই মুক্ত বনঝাউ ও কাশের বনের কথা মনে জাগচে। যাবো...একদিন ওখানে। তারপর কুমারটুলি, ঠাকুর বায়না দিয়ে যখন চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্চি, তখনভাবচিখুকুসেদিন ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ছিল গত শনিবারে, যখন বাড়ি যাই আমারই প্রতীক্ষায়। তার সেই কথা—বন্ধু তো আপনি অনেক দিনই পেয়েছেন, তবে এতদিন বাঁধন ছিল, আজ নেই। তার সেই শিউলি আর চোখ দুটো সেই সব মনে পড়ল।

হেমেনদার বাড়ি এসে শুনি নেকার বড় অসুখ। পশুপতিবাবুর বাড়ি। বউঠাকরুণ নীচেরঘরে বসে বল্লেন—বসুন। আমি একটু আসি বলে ওপরে তেতলায় গেলুম। পশুপতিবাবুযূথিকা দেবীর দিকে ছাদে দাঁড়িয়ে। দুজনে দুইয়ের জন্যে। ওখানে মোটর নিয়ে এল। সেইমোটরে যুগান্তর আফিসে...সঙ্গে দেখা করে সজনীর বাড়ি হয়ে পথে ওদের সঙ্গে দেখা করেকৃষ্ণলাল শীলের বাড়ি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারক। মোটরে মোটরেই বেড়াচ্ছি কদিন।আমার সেই বাঁশবাগানের ভিটে, বাবার কথা মনে পড়ে। বনসিমতলার ঘাটও মনে পড়ে, রমাপ্রসন্নর বাড়ি।

১৮/১/৩৯ বুধবার

সকালে আশীষ গুপ্ত এল। স্কুল থেকে এর মোটরে যাব—এলেন সত্যবাবু। ১৩১৫সালের লোক। আশীষের গাড়িতে অফিসে লেখা দিয়ে গেলুম প্রবাসীতে লেখা দিতে। সেখানেপুলিন গল্প চাইলে—বল্লে—উপন্যাস তৈরি আছে নাকি? সেখান থেকে গিরীন ঘোষের ওখানেচা-পান সেরে আরণ্যকের ছবি আঁকতে দিয়েচি সমর দের কাছে একথা বলে...সে এসেছিল।গেলুম এম.সি-তে লেখা দিতে ও রেডিও অফিস। নৃপেন চা খাওয়ালে ও...। সন্ধ্যায় ধূসরছায়াচ্ছন্ন আকাশের তলা দিয়ে যেমন আসছি তখন হঠাৎ মনে পড়ল চরণদের বাড়ির বাইরেরউঠানটি। ওয়াই-এম-সি-এর তর্কসভায় এলুম। প্রবোধ সান্যাল, আশু সান্যাল, জ্যোৎস্না চন্দইত্যাদি উপস্থিত। শিবপ্রসাদ মিত্র বল্লে আপনার এখন করা উচিত। (দুষ্পাঠ্য) সেরে বেরিয়েপড়ি। ওয়াই-এম-সি-এর নোটিশ বোর্ডে দেখি নিজের নামটা বড় বড় করে লেখা। ভাবলুমবাবার কত আদরের ছিলুম আমি—দু বছর বয়সে বাবা মঠ কিনে দেবেন বলে চিঠি লিখেছিলেন। আশু সান্যাল ঝগড়া মিটিয়ে বল্লে বেশ বক্তৃতা দিয়েছেন। ওর সঙ্গে রিয়ালিজম ওআইডিয়ালিজম-এর ধারা আলোচনা করতে করতে এলুম ফেভারিট কেবিনে বহুদিন পরে। চাখেয়ে রমাপ্রসন্নর ওখানে। মাধব, গৌর রমাপ্রসন্নর স্ত্রী সবাইকে চা দিলেন। খানিক পরে চলেএলুম।

১৯/১/৩৯ বৃহস্পতিবার

সকালে বিশ্বনাথের বাড়ি, বনগাঁ সাহিত্য সম্মিলনের ব্যাপার ঠিক করতে। বিশ্বনাথের দশ বছর বয়স্কা মেয়ে প্রতিমা চা খাবার এনে দিলে। কি সুন্দর মেয়েটি! মেসে এসে খেয়ে স্কুল।অশোক চাটুজ্যে এল সতীকান্ত গুহের সঙ্গে ও পরেশ খুড়োর দোকান হয়ে বিভূতিদের বাড়ি।বিভূতির সঙ্গে দেখা হল। সে যেতে বল্লে ওর বাড়ি। চাঁদিকে বল্লুম ভাগলপুর যাব। বন্দোবস্ত করে দিস। ও বল্লে, বেশ কথা তো। রামজোতের ছেলে দেখা করলে। রামজোত এসেছিল এখানে। আমি ট্রামে সজনীর বাড়ি যেতে যেতে ভাবি এই চিৎপুরের এই জায়গায় একদিনদাঁড়িয়ে ছিলুম বাল্যকালে। আজ হাটবার, এতক্ষণ আমাদের গাঁ থেকে লোক হাটে যাবারউদ্যোগ করচে। সজনীর ওখান থেকে ইনস্টিটিউটে কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতা শুনতে বসে কল্পনায় আমি হাট করে বাড়ি গিয়ে সন্ধ্যায় বকুলতলার পথ দিয়ে যাচ্ছি আর ভাবচি খুড়িমা হয়তো ঘাটে।খুকুর সঙ্গে কথা বলে আমি নিজের ঘরে গিয়ে নদীর ধারের বাঁশবন দিয়ে যাচ্ছি যেন।

রমাপ্রসন্নের বাড়ি। দুলুর মা ফিরবার সময় উঠোনে দাঁড়িয়ে। বল্লুম—যেও ঠিক, দেশেসরস্বতী পুজোতে।

২০/১/৩৯ শুক্রবার

সকালে বিপিনের সংসার লিখি। বলাই-এর মাছ ধরা ও শ্মশানের দিকে চেয়ে থাকার অধ্যায়। স্কুল থেকে পরেশের দোকান হয়ে গলির মধ্যে দিয়ে বেশ নানারকম অনুভূতির মধ্য দিয়ে বাড়ি। স্কুলের ছাদ থেকে দুপুর বেলা পুরনো দিনের বারাকপুরের কত কথা মনে আসে। এখন ১২টা বেলা, নাইতে নামচে ঘাটে লোকেরা। নিবারণ ক্ষেত থেকে ফিরচে।...বাড়ি এসে ট্রামে নীরদবাবুর ফ্ল্যাট-এ। তাঁকে সম্মেলনের নিমন্ত্রণ করে চলে আসি মোটরে থিয়েটাররোডের মোড়। ট্রামে রমাপ্রসন্নর বাড়ি। দুলুর মা যেতে চায়—আমার সঙ্গে যাবে বলে। ওখানথেকে বাসায় এসে দেখি চারু দত্ত যাচ্চে নেমে। এসে গল্প করলে।

২১/১/৩৯ শনিবার

সকালে সাঁতারের ছেলেটি এল, রমেন হাওড়া থেকে এল নদের নিমাই দেখার নিমন্ত্রণকরতে। স্কুল থেকে অবনীবাবুর সঙ্গে সজনী দাসের বাড়ি। ছাদ থেকে দেখলুম এই শান্ত মাঘেরদুপুরে দূর গ্রামের বনপথে নিবারণ ঘোষ নদীতে নাইতে যাচ্চে যেন—আমার গ্রামের আলোছায়াভরা শ্যামল শান্তি ও একটি পল্লীবালার নির্বাক মিনতি অদ্ভুতভাবে মনে আসে। তারাশঙ্করকে যেতে বল্লুম বনগাঁ। ঠিক হয়ে গেল আমি যাব বীরভূম, সেখান থেকে বোলপুর, সেখান থেকে ভাগলপুর, সেখান থেকে বনমালিপুর।

গেলুম সাঁতরাগাছি। ভাবলুম কোথায় যাই। রাধারমণ, জতুও ননীর সাথে কত গল্প হল।রাত ৯টায় ফিরি। ভীষণ (?) আজ।

২২/১/৩৯ রবিবার

সকালে উঠে রমাপ্রসন্ন হয়ে পশুপতিবাবুর বাড়ি, কমল সেখানে। বউঠাকরুণ চা খাওয়াল। বিধায়কের বাড়ি। ১২টার সময় বার হয়ে বিশ্বনাথের বাড়ি। বিশ্বনাথের ছোট মেয়েটিকি সুন্দর দেখতে হয়েছে। আর কি মিষ্টি ধরন। বাড়ি এসে খেয়ে শুয়েচি। বেলা তিনটার সময় রানি নিরুপমা দেবী এলেন কিন্নর দল নাটক হবে তাই বলতে। আমি গেলুম বিধায়কের বাড়িচা পার্টিতে। গান হল—বিশ্বনাথ স্টেশনে গেল। আজ হাটবার, রবিবার সন্ধ্যাবেলা করে অশ্বত্থতলা দিয়ে লোকজন ফিরচে। পাঁচুর দোকানে বসে আছে পাঁচু। বাসে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মিটিং। নন্দগাঁওয়ের রানিসাহেবা পুরস্কার দিলেন, বেশ সুন্দরী মহিলা। রমাপ্রসন্নর বাড়ি এসে ৯টা পর্যন্ত মাধবের সঙ্গে বনগাঁ কে কখন যাবে তার বন্দোবস্ত করি। রত্নার পত্র পেলুম আজ।

২৩/১/৩৯ সোমবার

সকালে আশীষ। ওর সাথে স্কুল। স্কুল থেকে কার্জন পার্কে ডালিয়া ফুল ফোটা দেখে ওস্কুলের ছাদ থেকে রৌদ্রালোকিত নীল আকাশের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ভাবলুম কাল এমন সময় দেশেখুকুর সঙ্গে দেখা হবে।...বাড়ি যাব ইন্দুকে পত্র দিয়েছি। বিভূতিদের বাড়ি ওপরের ঘরে ছোট বুড়ি (অক্ষয়বাবুর মেয়ে) এসে সন্ধ্যা জ্বেলে দিয়ে গেল। বল্লে মিনি আর ডালিমের কি হয়েছে মাস্টারমশায়? ওখান থেকে ইসমাইলপুরের দ্বারিকের নামে পত্র দিলুম। ইসমাইলপুরে ১২ বৎসর পরে যাব। এতদিনের যবনিকা যেন খসে গেল। সেই বকুলতলা এবং শিউলি ফুল ফোটাখুকুর সন্ধ্যা, দুপুরে আনাগোনা—আমার সাহিত্য জীবন,—সুপ্রভা—সব যেন একটু বড় ছুটির দিনের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। ১২ বছরের ছুটিতে আমি আবার ইসমাইলপুরে যাচ্ছি। ওখান থেকে সজনী...বিচিত্রা, রমেশ সেন, এম-সি। আজ মালিপাড়া থেকে একটি ছেলে এসেছিল ওবেলা পশুপতির সঙ্গে এতদিন পরে। রাণাঘাটেরসেই ফিরিঙ্গি টিকিট কালেক্টরকে আজ সকালে দেখেচি। কি অদ্ভুত যোগাযোগ। খুকুরজন্য মনউদ্বেল হয়ে উঠেছে।

আজ সুপ্রভার পত্র পেলুম।

২৪/১/৩৯ মঙ্গলবার

সকালে বিশ্বনাথ এল। কমলকে পাঠাতে তিনু গেল, কমল এল না। শরীর খারাপ, স্টেশনেএসে শুনলুম। আশীষ এল। বনগাঁয়ে এসে কোর্ট ও স্কুলে। সাহিত্য সম্মিলনের সভা সাজানো।খুকুদের বাড়ি খুড়িমা দোর খুলে দিলেন।খুকুএসে বল্লে—কমলদি কোথায়? বল্লুম—এল না। বল্লে—ছাদে কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম আপনার জন্যে। উমার মনে এই নিয়ে ভয়। আমিবল্লুম আজ আসবেন। উমা বলে—না। বল্লুম—মেয়েরা কলঙ্কের পসরা মাথায় বয়ে নেয় ভালবাসার জন্যে। ও বল্লে—তা তো নিয়েছি। ভয় করি নাকি? বল্লুম—আমি জিতলুম তুই হারলি। আমি বুড়ো আর তুই অল্পবয়েসী। ও বল্ল—আমার সৌভাগ্য ছিল আপনার মতো লোক পেয়েছি, আমি জিতেচি। বল্লুম—আমি বুড়ো তুই দেখতে পাসনে। ও বল্লে—মোটেই না, আমার সমবয়েসী বলে মনে হয়। বর্ম—সরে আয়। বল্লে—বউদি রয়েছে, দেখুন আমি মিথ্যেবলচি? মুখখানা! কাঁচুমাচু করে বল্লে—আপনি কি মুশকিলে ফেলবেন—দেখুন সত্যি। কাদম্বরীবইখানা দুবার দিলাম, দুবার টেবিলের উপর রাখলে। বল্লে—আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।দেবুর মা রেগে চিঠি দিয়েছে। ওখানে সম্বন্ধ ভেঙে গেল। বল্লুম—তো, না? ও বল্লে—নিশ্চয়ই, ভাল হয়েছে খুব। বল্লুম—সাধগুলো অপূর্ণ না থাকে। বল্ল—হবে, আজ থাক। আর একদিন। বল্লুম—অবসর কই? বল্লে—অবসর খুঁজলে পাবেন। উঠতে দেবে না কেবলবলে- বসুন। না, এখন পান থাক, পরে আনবেন। বসুন গল্প করুন। কি ভীষণ ভালবাসে!বল্লুম—তোর মতো মেয়ে নেই, আমি মন্দ না। বল্লে, নিজের বেলা মন্দ না। যেন আমিইজিতেছি। আমার মতো মেয়ে কি আপনার যুগ্যি? আমার সৌভাগ্য ছিল কত। বল্লুম—ছাইছাই—প্রিয়সখী—ছাই। রেকর্ডের গান হল। মন্মথদার বাড়ি ঘোর আড্ডা।

২৫/১/৩৯ বুধবার

সকালে দুলুর মা, মাধব ঘোষাল, রমাপ্রসন্ন এল।খুকুদের বাড়ি নিয়ে চা খাওয়ালুম। বারাকপুরে গিয়ে বাঁশবাগানে শুয়ে রইলুম। মায়ের কড়াখানা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়েরয়েছে। দেখালুম ওদের। ফিরে এলুম ইন্দু রায়ের বাড়ি চা খেয়ে। খুকুর মা ওখুকুবাঁশবন দিয়ে গেল ঘাটে নাইতে। তারপর ওরা ফিরে এলে আমরা গেলুম। কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলুম। ফিরে এলুম বনগাঁ। সজনী, ব্রজেনদা, তারাশঙ্কর, সুবোধ এল। তারা আমার বাসাতে এসেবসলে। সজনীখুকুর সঙ্গে আলাপ করলে ওদের বাসায় দাঁড়িয়ে। সাহিত্য সম্মেলন হল। পার্টি হল সত্যবাবুর বাড়ি। ওরা সকলে গেল।খুকুদের বাড়ি গেলুম সন্ধ্যাবেলা। আজ কথা হয়নি।খুকু এল। খুড়িমা বাড়ির মধ্যে কথা বলছিলেন।খুকুকে চেয়ারে বসে কবিতা শোনালুম।অনেকদিন বাদে চেয়ারটায় বসলে। প্রফুল্ল ঘোষের বাড়ি আছি। অনেক রাত্রে ফিরলুম। দুবার বল্লুম খুকুকে চেয়ারে বসতে। দুবারই এসে বসল। বল্লে—জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশ হবে, দেবু

বলেচেব্যারাকপুরে থাকবে এক মাস। বেশ হল, আপনি তো থাকবেন। বল্লুম—চল আমার সঙ্গে।বল্লে—চিরদিন যদি ভাল না বাসেন? এর ঘোর কেটে যাবে হয়তো, তখন?

২৬/১/৩৯

সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, পরে খুকুদের বাড়ি। বাইরের ঘরে মিস্ত্রী কাজ করছে, কালো নেই বাড়ি। কাকার মৃত্যুতিথি, লোকজন খাবে।খুকুবাইরের ঘরে এসে দেখলে মিস্ত্রি। কালো এল। কলের গান নিয়ে গান বাজাতে বসলুম। খুকু কাছেই পান সাজতে বসল। মেয়েরা সব একটুতে নষ্ট–পুরুষেরা তেমন নয়—সেই জন্য যেতে ভয় করে—ইত্যাদি। তারপর আমিনাইতে গেলুম। এসে বসলুম যখন তখন ও মহাব্যস্ত। খাওয়ার পরে বাড়ি এসে গেলুম। ওএকবার এসে বসেছিল। জাহ্নবী এল উমা এল, আলো এল গান শুনলে। তারপর আলো জিদকরে বায়স্কোপে নিয়ে গেল। আলো ইনসিস্ট করলে বায়স্কোপে যেতে আমাকে। যখনএলুম—তখন ওরা বায়স্কোপে গিয়েছে। বাড়ি অন্ধকার। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

২৭/১/৩৯ শুক্রবার

সকালে রমাপ্রসন্নর বাড়ি রেকর্ড দিয়ে এলুম। ওখান থেকে গেলুম স্কুল। স্কুল থেকেবিমলাদের বাড়ি। সেখানে অনেকক্ষণ গল্প করি, বাসায় এসেই রওনা সজনীদের বাড়ি। সেখান থেকে বামনদের বাড়ি। বিধায়কের স্ত্রী বল্লে সে ওখানে নেই। একসঙ্গে মোটরে স্টেশনে এসে দানাপুর এক্সপ্রেসে রওনা আমি, সজনী, তারাশঙ্কর, শৈলজা, সুবল, রামকমল। ট্রেন চলেছে, আমি এই অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইলুম। এই গাড়িখানায় ১৯২৮ সালের পর থেকে আর কখনো চড়িনি। এতকাল পরে সুদীর্ঘ ব্যবধানের পরে আবার এলুম এতে। লুপলাইনের মধ্যে ট্রেন ঢুকল। তারাভরা অন্ধকার আকাশ, বহুদূর গ্রামের এক খড়ের ঘর, একটি শিউলিতলায় মন গেল। আর মনে হল সেই মেয়েটির কথা, যে সেদিন ছাদের ওপরে দাঁড়িয়েছিল, গাড়ি যখন মোড় ঘুরল। মাঠের ওপর দিয়ে মোটরবাস ছুটছে। রাত দুটোর সময় এললাভপুর। খাওয়াদাওয়া করচি, হঠাৎ সজনীখুকুর কথা বল্লে। সে কেমন মেয়ে ইত্যাদি। রাত একটা, বীরভূম জেলায় একটা পাড়াগাঁয়ে তার নাম উচ্চারিত হল এতে আমি অবাক না হয়ে পারলুম না। মেয়েটার কি ভাগ্য! সারারাত ঘুমুতে দিলুম না কাকেও—ওই সঙ্গে।

২৮/১/৩৯

সকালে উঠে আড্ডা খাওয়া-দাওয়া ও সম্মেলন। কিন্তুমাঝে মাঝে ওর নাম সকলেরমুখেই শোনা যায়। ওর কথা বলে বিকালে নিত্যনারাণদের বাড়ি বেড়াতে যাই, ওদের ফুলবাগানের পাশে বীরভূমের রাস্তা, মাটির ডাঙ্গা। এক ধূসর সন্ধ্যায় সেখানে বসে দূর দিগন্তের তালীবনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভাবলুম দূর এক পল্লীর শিউলিতলা—ছোট্ট ডোবা, তারই পরে এক গৃহস্থের বাসায় এক মেয়ে আজ দু'বছর ধরে আমার জীবনের সখীরূপে বহুঅপূর্ণ সাধ পূর্ণ করচে। অন্ধকার বকুলতলা দিয়ে হাট নিয়ে সন্ধ্যার আগে আমি যদি আজ গিয়ে ডাকি পুরোনো দিনের মত—ও খুকু, ও খুকু! হাট নে তোর! তার সাড়া যাবে না পাওয়া। সে ঘর আজ জনশূন্য, সে নেই সেখানে। জ্যোৎস্নারাত্রে তারাদেবীর ডাঙ্গায় একা বসে উদাসজ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাঠের দিকে ধূ-ধূ দিগন্তের পানে চেয়ে শুধুই ভাবচি সে এতক্ষণ ওদের বাইরের ঘরে বসে কাজ করছে। চা তৈরি করে সবাইকে দিচ্ছে। তার হাসিতে, লুকানোচাউনিতে মান অভিমান, প্রতীক্ষায়, গল্পে, ছুটে ছুটে আসায়, ছাদে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকায়, হাতছানি দিয়ে শিউলিতলা থেকে বা ছাদে উঠে ডাকায় আমার সব তৃষ্ণা মিটেচে কাদম্বরীপাঠের অনুভূতির মতো।

২৯/১/৩৯ রবিবার

তারাশঙ্করের ছেলেরা গিয়ে জ্যোৎস্না ওঠা ডাঙ্গা থেকে আমায় ডেকে নিয়ে এল। আজ রাত্রে ঘুম হল ভালই। ভোরে উঠে মাঠের দিকে বেড়িয়ে এসে সভা হল। হৈমবতীর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা ছিল খুব—তা হল না। দুপুরে রৌদ্রভরা দিগন্তের দিকে চেয়ে এবং ট্রেনে আসবারসময় বৈকালে আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয়েছে, আজ আমার

গ্রামের হাট—এতক্ষণ হাট করেসব ফিরচে। দোকানী পাঁচু তেল বিক্রি করছে। আমি চল্লুম আমবাগান দিয়ে, পানুর বাড়ি দিয়ে, জেলেপাড়ায় রাস্তা দিয়ে ফিরতে ফিরতে বকুলতলা দিয়ে পাড়ায় ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকচি—খুকু, হাট নে। এত গ্রামের বহু সহস্র লক্ষ গৃহস্থবাড়ির মধ্যে বহু দূরের একটিমাত্র গৃহস্থবাড়ির একটি মেয়ে হয়তো আমার জন্য ভাবচে—হয়তো সে তাদের ছাদে উঠে সেদিনকার মতো দাঁড়িয়েগাড়ি দেখে আমি যাচ্ছি কিনা। জ্যোৎস্না উঠল, শৈলজা নানা প্রেমের গল্প করতে লাগল। আমরাহাওড়া পৌঁছে গেলুম। এসে রত্না দেবীর পত্র পেলুম। ওঁর জন্মদিনের শ্রদ্ধা নিবেদন করে পত্রদিয়েছেন।

৩০/১/৩৯

স্কুলের ছুটির পর সত্যবাবু। (১৯১৫ সাল) এসে নিয়ে গেল ইস্টার্ন ল হাউস। ওখান থেকে মেসে এসে জল খাই ও লিখি। রমাপ্রসন্নর আড্ডায় গেলুম সন্ধ্যাবেলা। সেদিনকারবারাকপুর ভ্রমণের ও পরশু বীরভূমের মাঠের মধ্যকার জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা করি। ভূতো এলফিয়ার লেনের ইনসিওরেন্সের গল্প।

৩১/১/৩৯

সকালে প্রুফ নিয়ে গেল মাতৃভূমি। স্কুল থেকে কলা কিনে এম.সি। সেখানে কেদারবাবু ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। কিছুক্ষণ কলেজ স্কোয়ারে বসে ১৯১৮ সালের মনের ভাব ফিরিয়ে আনবারচেষ্টা করলুম। তারপর রমাপ্রসন্নর বাড়ি চা খেয়ে আড্ডা দিয়ে এই আসছি। কাল সকালে ইদেরছুটিতে দেশে যাব।

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ বুধবার

সকালে খুড়িমা দোর খুলে দিলেন।খুকুএল একটু পরে। সেদিন লাভপুরের কথা বললুম। খুড়িমা এসে বসলেন। ও একটু পরে বল্লে—কাপড় কেচে আসি। বল্লুম—তবে যাই। ও বল্লে—এখুনি কেন? বসুন না। তারপর খুড়িমা এসে বসলে ও চলে গেল—খুড়িমা চলেযেতেই আবার এল। তারপর একবার ওঁচলা মাটি হাতে এল ঘর ঝাঁট দিতে দিতে।বল্লুম—মুক্তি দেখতে গেলি না কেন? ও বল্লে—বারে, সারাদিন আড্ডা দিয়েও বুঝি আশ মিটল না। বল্লুম—সুখ-দুঃখ কোনোটি নেই! বল্ল, আপনার সুখ-দুঃখ তো মোটেই দেখছি না। পরেঘরে চলে এলুম। বিকেলবেলা যেতে দেখি ও বাড়ি নেই—ওর বাড়ি নতুন ভাড়াটে এসেছে।খানিকটা পরে ও একবারে সেজেগুজে এল আলোর সামনে। বোধহয় সাজগোজটা ওর ছল।আমার সামনে আসবে বলে পাছে কেউ কিছু বলে তাই সন্ধ্যার আগে ভোতোদের বাড়িগিয়েছিল। সরাসরি একেবারে আমার কাছেই এল। বল্লুম—তুই ওবেলা আমায় এত কি বল্লি ? ও বল্লে—মুখে বল্লেই হল? তারপর খুড়িমা চলে যেতে ও একবার দেখতে গেল কে কোথায় আছে—পান আনবার ছল করে। কিন্তু খুড়িমা তখনি এলেন। রাণুরাও পাশের ঘরে। কালো এল...মাস্টারমশাইর বউ এল। একবার কেবল বল্লে,—বড় মুশকিল হল—ভাড়াটে এলেঢাকঢাক গুড়গুড় করে বেড়াতে হবে। কিরকম ছটফট করতে লাগল। একবার নির্জন চায়বলবার জন্যে, কিন্তু সে সুবিধা হল না। এমন কি মাস্টারমশাইর বউ এলেন এবং এইমাত্র ও বাইরের ঘরে এল। বল্লুম—গেলিনে ভেতরে? ও বল্লে—কেন? বল্লুম...মাস্টারমশাইর বউ ও-ঘরে নেই কি? ...তখনই খুড়িমা ডাকলেন।

২/২/৩৯

সকালে কালু দোর খুললে। কাতু গিয়ে খুকুকে ডাক দিলে—ও খুকু, শুনে যা। খুকু এলফরসা কাপড় পরে। বল্লে—কাজ পড়ে আছে। বল্লুম—যাও কাজ সেরে এস। বল্লে—না, পরে যাব, আপনি গল্প করুন। বল্লুম—না, তুই যা। চলে গেল, বলে গেল ৫ মিনিটের মধ্যেআসছি। ইতিমধ্যে খুড়িমা এসে বসলেন তিনি উঠতে চান না। একবারখুকুএল। ওই অবস্থাদেখে চলে গেল। তারপর তখনি এল। উনি চলে গেলে বল্লুম তোদের এখানে ভিড়

বেড়েছে।এ আসচে ও আসচে। কাল রাত্রে কি লাভ হল।... মাস্টারের বউ, ভাড়াটের হৈ-হৈ ব্যাপার।ও বল্লে—দুদিন নির্জনতা দিয়ে ভগবান কেড়ে নিলেন। বসুন, আপনারা এসে বেড়াবেন তাহল না।

বল্লুম—চল বারাকপুর যাই। বল্লে—তাই তো যাব। জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা আবার সেইরকম বড় আমতলায় আম কুড়ুব। তাদের ঘরে বিয়ে হলে দেখাশোনাটা তবু হোত। বল্লুম—তাতো বটেই। কলকাতা নিয়ে গেলে তা হবে না। ওর সে কথা...হল না দেখলুম, বল্লে—কেনহবে না? তারা বেশ উদার, নিশ্চয়ই দেখা করতে দেবে। বল্লুম—আহা, তোর একটা আনন্দের মতো নেশা হয় আমি চলে গেলে। বল্লে—তা আমি জানি নে। বলতে পারিনে ও সব। বল্লুম—মুখে বলতে হবে না। ঘাড় নেড়ে বল। তা খুব নীচু করে একদিকে ঘাড় নেড়ে জানালেহ্যাঁ। কাদম্বরী বইখানি দিতে বল্লুম। বল্ল—এ সময় না। কালো এল, ভাড়াটে সুবোধবাবু এল দেখে ও একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ও ঘন ঘন ঘরের দিকে চাইতে লাগলে। বল্লুম—তুই বোসনা, খুড়িমাকে ডাকি আমি, হৈ চৈ বেধে যাক। আমি পাগল নাকি? বল্লুম—তবে আর বন্ধু কি...এই তো বন্ধুত্বের নিদর্শন!

কিন্তু খুব জমল সন্ধ্যাবেলা। মন্মথবাবুদের বাড়ি থেকে গ্রহনক্ষত্রের কথা বলে সাড়ে ছটা থেকে সাতটার সময় ওদের বাড়ি যেতেই ও নিজে দোর খুলে দিলে। দেখি সেজেগুজে বাইরে বসে অপরাজিত পড়চে। বল্লে—এত দেরী কিসের? এমন রাগ হচ্ছিল, কতক্ষণ থেকে বসেআছি। চমৎকার লাগছিল অপরাজিত। বল্লুম—ওদিকে কে আছে? বল্লে—কেউ নেই।বল্লুম—শোন, এখানে এসে শোন। বল্লে—না। বল্লুম—তা হোক, বোসনা। ও বল্লে—দরজায় খিলটা দিন না। তারপর বাড়ির মধ্যে একবার গেল। এসে দাঁড়িয়ে আছে, বল্লুম—বোস একটাকথা আছে। বল্লে—কি? বলে এসে চেয়ারে বসলে। তারপর উঠে গিয়ে কোণের আসনঅধিকার করলে। গ্রহ নক্ষত্রের বিষয় শুনিয়ে দিলুম। বল্লুম—চমৎকার মেয়ে পেয়েছি প্রেমকরতে। বল্লে—ছাই, আমি একটা গরু। বল্লুম—তুই কি জানিস। ওর চোখে আজ অদ্ভুতআগ্রহ। শোনবার দাবী। বল্লুম এখন সব মেয়েকে বাদ দিয়েছি। তখন বল্লে সুপ্রভাকে? বল্লুম—হাঁ, তাও। সুপ্রভার চিঠিখানা পড়ে কৃতার্থ করো—শুনে কি অদ্ভুত হাসিটাই হাসল।বল্লে—ও, এইসব মেয়েকে ছেড়ে দেয় বুঝি? গ্রহণ করে কৃতার্থ করো। খুড়িমা এলেন। ওর কাছে আগে চা চেয়ে নিতুম, ও বল্লে পান আনি আগে। বলেচেন খুব ওখানে। পান আনতে গেলে খুড়িমা এলেন। এখন পান আগে আনলে খেতে যাচ্চি, বললে—দাঁড়ান চা আনি—হয়ে গেছে। বলে চা আনলে। খেয়ে গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা। অপরাজিত পাঠ। ও নিজে সুপ্রভার পত্রখানা পড়লে। আসবার সময় বল্লে—বলুন দেখি কীটসের কবিতাটা! বল্লুম ও—ও বল্লে।তারপর চলে আসচি ও বল্লে বক্তৃতা শেষ? বাইরে এসে বল্লুম—কেমন জ্যোৎস্না দেখ। ওবাইরে এসে রেলিং-এ দাঁড়াল। বল্লুম—বক্তাকে বক্তৃতার ফি দিয়ো। যতক্ষণ দেখা যায় ওদাঁড়িয়ে রইল আর কথা বলতে লাগল বাইরে দাঁড়িয়ে। ও কি! কিসের কি! মন্মথবাবুর আড্ডায়গেলুম।

৩/২/৩৯ শুক্রবার

সকালে খুকুই দোর খুলে দিল। সে যেন অপেক্ষা করেই বসেছিল। বেলা ন'টা। বসলচেয়ারে। বল্লুম—আজ ভুবন দুলুএসেছিল। বল্লে—তা হবে। আশ্রয় পেলে তো? ও ঘাড়নেড়ে বলে—হবে। আবার তখুনি বলে—না, না। বল্লুম—তাই ভাল, হঠাৎ ধরা যে দেয় সেনিজের মূল্য দেয় না। দুলু কি বলেছিল? ও বল্লে—বলেছিল একটা কথা, সে বলব না। আমিদেখলুম ও বাড়াচ্ছে। আমি তো অভিনয় করতে পারিনে। আন্তরিক কিছু নেই, ওকে খেলিয়ে কিকরব। ছেড়ে দিলাম। আর কেউ কাদম্বরী নিয়েছিল? বলে—কালো, পাঁচু, না হরিপদ, না পরেশকে ছিল উপযুক্ত পাত্র কাদম্বরীকে বুঝতো? বল্লুম—ঠিক। কাউকে দিবিনি। বল্লে—আমি অমনিপাত্র কিনা? অত সহজ মেয়ে! দেবু ছাদে কাদম্বরী আর কত কি বলতো। বল্লুম—যাক...আমারহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা। ও ঘাড় নেড়ে বল্লে—তাই। বল্লুম—আদায় করব কৌশলে। কৌশলআমার জানা আছে। মাঝে মাঝে আমায় ইঙ্গিত দেখায় পাশের ঘরে বাবু বসে আছে। চলেগেলে বলে—গিয়েছে, তখন অন্য ধরনের কথা হয়। দুবার তিনবার এরকম হল।

সন্ধ্যার সময় দোর খুলল কালো। খুড়িমা এলেন। প্রফুল্ল এল। হঠাৎ খুড়িমা উঠে গেলেন।বাবাজীর কাছে নবদ্বীপ যাওয়ার ব্যবস্থা করতে।খুকুতার আগে বাইরে বারান্দায় উঠে গিয়েবলচে কেমন জ্যোৎস্না বাইরে। বেজার মুখে বারান্দায় গেলুম। বল্লুম—কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না।ও বল্ল—বেশ। উঠানে নেমে পায়চারি করতে লাগলে। বল্লে—কাছে দেখলে লোকে কি বলবে? এই সময় প্রফুল্ল চলে গেল ভিতরে।

আবার যখন বসলুম, বল্লে—কাল মা যাচ্চে নবদ্বীপে। দান হবে। হ্যাঁ ঠিক কথা দিলুম। আমি উঠতে যাচ্চি—ও বললে কোথায় যাবেন—মন্মথবাবুর বাড়ি? না, যেতে হবে না, বসুন।দুলু কি বলেছিল সেই গল্প। দেবুর সঙ্গে বিবাদ সম্বন্ধে কথা! বল্লুম—চমৎকার হাসি তোর। আবার খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে কালো এসে বাড়ির মধ্যে গেল।বল্লুম—উঠি, ও বল্ল—না, বসুন। যেতে হবে না। দাদা যখন এখানে এসে বসবে তখন যাবেন। কালো এসে বসল ও মন্মথদার আড্ডায় গেলুম।

৪/২/৩৯ শনিবার।

সকালে খুকুই দরজা খুলে দিলে। বল্লে—মেয়েদের একটা পিপাসা থাকে সংসারেরজন্যে, ছেলের জন্যে। ব্যস্ত ছিল বল্লে চলে এলুম। দুপুরে ছাদে কে রাঙা গামছা শুকুতে দিয়েছে।গেলুম। খুকু ছিল পাশের বাড়িতে। এল। তখন বল্লে—সে বাড়িই ছিল না। আধ ঘণ্টা পরেআসবে বল্লে। তারপর যখন এসে বসল—বল্লুম এই চেয়ারে বস। বসল না বলে চলে আসছি, ও বল্ল বসুন-বসুন। আমি না বসে চলে এলুম। আধ ঘণ্টা পরে আবার গেলুম। ও দোর খুলে দিয়েই চলে গেল। তারপর এল। তারপর বল্লুম—শান্ত এসেছে? ও বল্ল—হা। তারপর বল্ল—চা করে আনি। পান আনি। আনলে। ওর শরীরটা খারাপ। বল্লে—কত...ই জানেন—সত্যি! আমি দরজা পর্যন্ত গেলুম রাগ হয়েছে দেখে, ডাকতে পারলুম না। রাগ হয়েগেল। তারপর আমি বল্লুম, অন্যায় হয়েচে। ও বল্লে—বারাকপুরে যাবেন জ্যৈষ্ঠ মাসে তো? সেখানে বেশ হবে। তখুনি একদিন ঝড়ের রেতে টর্চটা দেব দিয়ে হাতে, বলে হাসতে লাগল। বল্লুম—সব রাগ গলে গেল। তারপর দেখলুম ওর শরীর বড্ড খারাপ। বমি করে এল—এসেশুয়ে পড়ল। চেয়ারে কিছুতেই বসল না। সন্ধিস্থাপন করি। ও বল্লে—সে তো হয়েছে। তারপরঅনেকক্ষণ গল্প করার পরে বল্ল—কটা বাজল? তখন উঠি।

৫/২/৩৯

সকালে খুকুই দোর খুলে দিলে। ঝাঁট দিচ্চে, বল্লে—একটু বাইরে যান। খুড়িমা আসেননি। কালকার কথা বল্লুম যে রাগ করা অন্যায় হয়েচে। ও বল্লে, ওর অত জেদ করা উচিত হয়নি।প্রফুল্ল এল। ও চা খাচ্চে, আমি বাইরে এলুম বিড়ি কিনতে। খুকুতখন ছিল না ঘরে। একটু পরে প্রফুল্ল দেখি, বাইরে আসছে। বল্লে খুকু বলচে—বিভূতিদা কোথায় গেল? আমি বলেছি তারবিড়ি নেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারপরখুকুসেলাই নিয়ে এসে বসল। অনেক কথা হল।বল্লুম—বিড়ি পাড়ব? ও বললে—না। কখনই না। আর একবার বললুম—বল্লে-বিড়ি খেতেহবে না। খানিক পরে আবার যখন বল্লুম—তখন চুপ করে রইল। আমি তাক থেকে বিড়ি আনলুম, ও চেয়ারে বসে রইল। উঠতে যাচ্চি—ও বল্ল বসুন না। আর খানিকটা বসে ১১টারসময় যতীনদার দোকানে গেলুম। বৈকালে মন্মথবাবুর বাসায় চা খেয়ে ৬টার সময় ওদেরবাসায় গিয়ে ঝাড়া ১৫ মিনিট বসে—ও এল না। এমন সময় কালোকে আসতে দেখে চট করে চলে এলুম। আধঘন্টা পরে আবার গিয়ে দেখি অন্য কে কথা বলচে। একটু দেরী করে গেলুম।কালো ও আর একজন লোক বসে। ওরা চলে গেল।খুকুএসে বলছে—আমি জানি তখন আপনি এসেছেন, কাপড় পরছিলুম তাই দেরি হয়ে গেল। রাণু বল্লে—আমায় বলচে তুই বিভূতিদার সঙ্গে কেন কথা কইলিনে? আমি কি কথা জানি। বাবু চলে গেলেও দোষ। কি জানি, ভাবলুম বুঝি তেজ করে চলে যাওয়া হয়েছে—আসতে দেরী হয়েছে বলে। কথায় কথায় তো তেজ! তারপর রান্নাঘরে দাদা যেমন গিয়ে বলেচে বিভূতিদা এসেছে, ধড়েপ্রাণ এল। ও আরআমি একা। ও নিজের চেয়ারে বল্লে কথা কি ছিল ? বল্লুম—তা নয়। মুখ উঁচু করে বস ফটোতুলতে হবে। ও ফটোর ভঙ্গিতে মুখ উঁচু করে বসলে আমি বিড়ি পাড়তে গেলুম। ঠোঁটেরকাছে ফটো ভাল উঠল না। দেবুর কথা বল্লে। বল্লুম—একঘেয়ে হয় না কোনো জিনিস? বলেলিখে দেখাই। বল্লুম মুখে বল। বল্ল—ভালবাসা না রম্ভা। পান নিয়ে এল।

বল্লে—একবার বাসায় আমি যেদিন স্কুলে যাইনি কেন আপনি এসেছিলেন? রাত নটা। উঠতে যাচ্চি—ও কেবল বলচে—বসুন না। উঠে গিয়ে করবেন কি? বল্লে—পান নিয়ে আসি। পান নিয়ে এসে রেখেআমার দিকে চেয়ে রইল। বল্লুম—না, কিসের রাগ? বনগাঁর বাসায় কি দোষ সে সব কথা? ওএকদিন শুয়ে পড়েছিল বারান্দায়। আমি ওকে তুলে নিলুম...। ও বল্লে—সুযোগ পেলে যে হয়বা হবে তা জানি! আর একবার বল্লুম গুড বয়। ও চুপ করলে বলি, রাত নটা। ও বল্লে রাতহয়েছে—যান। চলে এলুম। বল্লুম—ছ'ঘর সতীন। বল্লে—না, মিছে কথা।

কাল মেয়েদের কথা হল, বল্লে—ও ওসব ভাল মেয়ে, পেলে জানি আপনি আমার দিকেঝুঁকতেন না! বল্লুম দূর দূর, তা নয়।

৬/২/৩৯ সোমবার

কলকাতায় এসেই সুপ্রভার চিঠি। সুপ্রভার সঙ্গে রয়েল হোটেলে দেখা করি। ও খেতে বসবে দেখে আমি বলি চল্লুম। ও সিঁড়ি পর্যন্ত নেমে এল। আমি দুলুর মার সঙ্গে দেখা করেআবার যাই। ড্রইংরুমে বসি দুজনে। ও একটা রুমাল দিলে। ওকে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে। ও গান করলে। তখন বড় স্নেহ গেল ওর ওপরে। সুপ্রভা বড় শান্ত, একটু আড়ষ্ট ধরনের মেয়ে।বল্লে—দাদারা বলেন, তুই স্মার্ট হলিনে। লেখাপড়া শেখানো তোকে মিথ্যে হল। শুনে এত কষ্টহল। বল্লুম—স্মার্ট হয়ে দরকার নেই। এই ভাল। ও গান করলে। খুকি বলে ডাকলুম একটামেয়েকে। গোলাপ ফুল ছিল হাতে, হাত বাড়িয়ে চেয়ে নিলুম। ওকে হোটেলে নামিয়ে দিলেখোঁপায় পরলে। স্কুলে গেলুম ২টার সময়। সজনীর মোটরে সচিত্র ভারত। ময়রা স্ট্রীটে গিয়েদেখি কমলের প্রতি তারাও খুব চটেছে। রমাপ্রসন্নের বাড়িতে বসে গল্প।

৭/২/৩৯ মঙ্গলবার

সকালে সুপ্রভার হোটেলে গিয়ে ন'টা পর্যন্ত গল্প। ফিরে আসতেই এল চাটগাঁয়ের সুরেন। গিরীন। স্কুল থেকে গেলুম মিউজিয়ামে ছেলেদের নিয়ে। সেখান থেকে টালিগঞ্জে সুরেনগাঙ্গুলীর বাড়ি। টালিগঞ্জে ট্রামে নেমে স্টুডিও খুঁজে বেড়াই আমি ও অবনীবাবু। নিউথিয়েটার্সের স্টুডিও। তারপর ট্রামে সজনীর ওখানে লেখা দিয়ে (ব্রজেনদা প্রবাসীর উপন্যাসেরকথা বলেন) অমিয়দের বাড়ি। সুপ্রভার সঙ্গে ট্রামে এসে মশারী কিনে রমাপ্রসন্নর বাড়ি। চাখেয়ে মেস।

৮/২/৩৯ বুধবার

সকালে সুরেন-সুপ্রভার হোটেলে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করি ও চা খাই। সুপ্রভা তারপরনীচের ড্রইংরুমে বল্লে—চলুন গিয়ে বসি। সেখানে অনেক গল্প। সুপ্রভা কর্ণ-কুন্তী সংবাদ আবৃত্তি করলে। আজ ওরা টাটাতে যাবে। আমি মেসে এসে আরণ্যকের প্রুফ পেলুম। স্কুল থেকেকাকার বাসা। কেউ নেই। বঙ্গশ্রী হয়ে ট্রামে রমেশ সেনের দোকান হয়ে এম সি। রমাপ্রসন্নরমেস।

ভগবান বড় ভাল। আজ স্কুলের একটা ছোট ছেলে এখনো ছুটোছুটি করে—করে বলেতাকে ছেড়ে দিলুম। বড় মায়া হল। অন্যায় কাজ করছে জেনেও তার প্রশ্রয় দিলুম স্নেহ ওঅনুকম্পার টানে। ভগবানও ভাল। তিনি ভালবাসেন—তাই যে অন্যায় করছে তাকেও কিছুপ্রশ্রয় দেন।

নবদ্বীপে থেকেও কেউ এল না। আশ্চর্য, নদীয়া বাবার পুঁথিতে মাল্যদান করে বড় আনন্দপাই।

৯/২/৩৯

সকালে সুরেন চাটগাঁয়ের। আশীষ গুপ্ত। কাল রাজপুরে যাবার প্রস্তাব। স্কুলে। কাকারবাসা। বঙ্গশ্রী। রমেশ সেনের ওখানে পবিত্র গাঙ্গুলীর সাথে দেখা। তার সাথে কমলের সম্বন্ধেআলোচনা। এম-সি-তে হেমেনদা, সুধীর চৌধুরী, অশোক, রমাপ্রসন্ন।

১০/২/৩৯ শুক্রবার

সকালে ফাল্গুনী মুখুজ্যে। আরণ্যকের প্রুফ। কথা ছিল আশীষের গাড়িতে রাজপুর যাব।যাওয়া উচিত ছিল, কারণ প্রমোদবাবুরা আসবেন চিঠি পেয়ে নীরদবাবুর ফ্ল্যাটে...এ দিয়ে কিন্তুপেলাম না। সোমনাথবাবুর গাড়িতে চলে এলুম। রেডিওর কনট্রাকট পেলুম। রাত দশটায়বাসা।

১১/২/৩৯

সকালে বসে সব ওয়ার্ল্ডে পড়ছি এমন সময় সুপ্রভা ও প্রীতি সেনগুপ্ত এসে উপস্থিত।খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। খানিক বসে গল্প করে ওরা চলে গেল। স্কুলে গেলুম। সেখানে যাবারসময় সাধু কাকার মেসে হরিপদদার সাথে গল্প করলুম। সইমাও এসেছেন। অজিতের কাছেবসে আছেন। স্কুল থেকে হরিপদদার বাসা হয়ে ছবিঘরের শান্তি পালের নামে হরিপদদাকে পত্রদিয়ে মেস হয়ে রাজপুর। সেখানে যমুনা গান গাইলে। ফুলি চা খাওয়ালে। গাছপাতা বসন্তেরফুলের গন্ধের মধ্যে আবার কলিকাতা। স্কুলে নীরদবাবুর নিমন্ত্রণপত্র ও মেসে এসে কমলেরচিঠি অনেকদিন পরে। সুপ্রভার হোটেলে সুপ্রভা ও কমলার সঙ্গে দেখা। গৌর রমাপ্রসন্ন মাধব বেরুচ্চে অমিয়র বউভাতের নিমন্ত্রণে। চা খেয়ে একটা দোকানে বসে বাড়ি এলুম। শেয়ালদাস্টেশনে শিলং-এর ননী বলে মেয়েটার সঙ্গে দেখা হল।

১২/২/৩৯ রবিবার

সকালে রমাপ্রসন্নর বাড়ি।

মণীন্দ্রবাবুর বাড়ি যাই। সকালে গেলুম ম্যাক স্ট্রীট-এখানা ফেরত দিতে অনেকদিন পরে।মণি ছিল না। তার স্ত্রী সবিতাকে ডাকিয়ে দেরাদুন-এক্সপ্রেসের ঘটনা বলছি এমন সময় ভূপতিচৌধুরী এল। মণি এল। চা ও খাবার খেয়ে ওখান থেকে রিকসাতে নীরদবাবুর ফ্ল্যাট-এ।প্রমোদবাবু এলেন। সবাই ভূরিভোজন করা গেল। সাড়ে তিনটার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে বাসা। রমাপ্রসন্ন, গৌরী, মাধব, ধ্রুব দাস, শিবু, সুরেন, সজনী, সৌরীন মজুমদার সবার সঙ্গেদুখানা মোটরে হাওড়া লাইব্রেরিতে শরৎ স্মৃতিবাসরে সভাপতিত্ব করতে গেলুম। জ্ঞানবাবুর সঙ্গে ও রমেনবাবুর সঙ্গে সেখানে দেখা। লাইব্রেরি দেখে সবাই এসে নামি রমাপ্রসন্নের বাড়ি।সেখান থেকে মাধব ও আমি বাসা, সাড়ে দশটার সময়।

১৩/২/৩৯ সোমবার।

সকালে বসে রেডিও-টক লিখি। প্রবাসী অফিসে গিয়ে ব্রজেনদার সঙ্গে ঘোর তর্ক।সেখান থেকে হেঁটে সজনীর বাড়ি। তারপর ট্রামে এমসি, রমাপ্রসন্ন হয়ে বাসা। দেবাশীষ ও ভূতনাথ এল রাত্রে।

কলকাতায় বড় লোকজনের সঙ্গে গল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। ভাবচি এখানে আরথাকব না। এই সালে কোনো স্থানে গিয়ে বসতে চাই।

১৪/২/৩৯

সকালে আরণ্যকের প্রুফ দেখি। সুপ্রভার হোটেলে গিয়ে দেখি, চলে গিয়েছে স্কুল। বঙ্গশ্রী স্কুলের ছাদ থেকেদুপুর বেলা বহুদূরে ফাল্গুন দুপুরের এক পল্লীগ্রামের শিউলি বকুলের ছায়াভরা উঠানের দিকে চেয়ে কত কথা মনে হল। কুল পেকেচে। একটি ছোট মেয়ে অনবরতছলছুতোয় ও-উঠোন থেকে এ-উঠোনে আসছে। অকারণে বিলবিলের ডোবায় নামাওঠা করচে।ছাদে উঠে আমার রাগ থামাতে আবৃত্তি করচে—একদিন ঝড়ের রাতে টর্চটি নিয়ে...মনে পড়ে? বনসিমতলার ঘাট। বাঁশবনের ছায়া....

সুপ্রভার হোটেলে গেলুম সন্ধ্যার সময়। ও বল্লে—এত দেরীতে? ভেবেছিলুম আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব মাঠে। তারপর রবীন্দ্রনাথের একখানা ধর্ম উপহার দিলে। বল্লে—চলুন, বাইরে গিয়ে বসি। বাইরে বসে কত গল্প করলে। বল্লে—সেদিন প্রীতিদের সঙ্গে কিছু কথাবলেননি কেন? অভদ্র ভাবলে। কাকে সবার চেয়ে ভালবাসেন? বল্লুম—সত্য বলব? খুকুকে।বল্লে—তা জানতাম। বল্লুম—তুমি দুঃখিত হয়ো না। ওকে উঠিয়ে দিয়ে এলুম দার্জিলিং মেলে।পরে আমি রমাপ্রসন্নর ওখানে গিয়েছিলুম।

সুপ্রভার কাছে ফাঁকে ফাঁকে মন যাচ্চে। ও যেন এক কত দূরের মধুর স্মৃতি মাত্র। সেইবনসিমতলার ছায়ায় ছায়ায় ওর ছবি যেন নিতান্তই অবাস্তব ক্ষীণ। অথচ কত সুন্দর স্মৃতিরপ্রতীক ও। সেদিন তার সেই ছাদে থাকা...অপেক্ষায়। এসব কথা মনে না হয়ে পারে না।

১৫/২/৩৯ বুধবার

স্কুলে গিরিন। স্কুল। ছাদ থেকে দূরে গ্রামের দিকে চেয়ে এই গত আট থেকে দশ বছরেরকত কিই না মনে হয়। মাঝে মাঝে জনতার মাঝে জনগণপতি গাইতে গাইতে দেবব্রতর কথা মনে হোত। এখন মনে হয় আজকাল বাবার পুঁথি। ক্রমে রোদ বাড়চে বাঁশবনে, আমাদের দুঃখঅপমান কত কি—বাঁশপাতা ঝরে পড়চে সেই বাঁশবনে, সেই বারাকপুর, সেই বনসিমতলারঘাট।

স্কুল থেকে সজনী। সজনীর মোটরে এম সি। সেখানে বেলজিয়ান সাহেব এল। তার সঙ্গে গল্প। রমাপ্রসন্নের বাড়ি হয়ে দুজনে পার্কে বসি। তারপর বাসায়।

১৬/২/৩৯

সকালে যেন অনর্থক একগাদা লোক ডেকে নিয়ে এসে আমার লেখার ব্যাঘাত জন্মালে।স্কুলে। তারকবাবু চিঠি পাঠালেন রাত ৮টায়আসতে। সুতরাং বাসায় এসে বিশ্রাম করে লিখেশারদালয় থেকে কাপড় নিয়ে রমাপ্রসন্নের বাড়ি।...বাগবাজার থেকে এসেছেন। তার সঙ্গেগল্পগুজব করে নীরদবাবুর ফ্ল্যাটে প্রমোদবাবুর সঙ্গে সাভারকারের গল্প করি। খাওয়াদাওয়া করি। পরে মোটরে ট্রামের স্থান হয়ে মেসে আসা।

আজ বাসন্তী দেবীর চিঠি পেলুম অনেকদিন পরে। মুকুল সম্বন্ধেও নিরুপমা দেবীর চিঠি পেলুম কিন্নর দল সম্বন্ধে। মুস্কিলে পড়েছি কিন্নর দল যে কি করে...দিই বুঝতে পারচিনে।

১৭/২/৩৯ শুক্রবার

সকালে লিখি। দপ্তরী এসে টাকা দিয়ে গেল স্কুলে। স্কুল ছুটি হলে আমি ও ক্ষেত্রবাবুবঙ্গশ্রী হয়ে বাসা। বাসায় এসে...শারদালয়ে কাপড় ফেরত দিয়ে রেডিও। সেখানে বক্তৃতা শেষকরে বৈকালে ট্রামে চড়েচি—দূরে সে আমাদের পুরানো ভিটে যেতুম। ট্রেনে করে বনগাঁ। হরিপদদা পাশের একটা স্টেশনে আমার গলার স্বর শুনে আমার গাড়িতে এল। বনগাঁ এসেদেখি খুকুদের বাড়ি আলো জ্বলচে কিন্তু ওরা যেন কেউ নেই। ঘুমিয়েছে।

সকালেখুকুদের বাড়ি গেলুম। আসতে অনেক দেরী, সঙ্গে প্রায় এক ঝুড়ি মিষ্টি, কালো দিল। এসেই সুপ্রভার কথাবার্তা বল্লে। বল্লে—ওকে ছেড়ে দিন। ওকে কেন কষ্ট দেওয়া ? নয়তো এদিকে ছেড়ে দিয়ে ওদিকে ধরুন। বল্লুম—সে যা হয় করব। মিনতির কথা হল। ও সব...বলেছিল। শেষ করে ফটো দেখালুম। একটা বিড়ি খাওয়ার জন্য ঘরে চলি। তারপর এসেখাবার খেতে লাগল, পাশের ঘরে। ওর বাবা বকাবকি করতে লাগল ওকে। দুপুরে ঘুমিয়ে সাড়ে তিনটার সময় গেলুম। খুব দেরি হল আসতে। প্রায় ৪০ মিনিট। কালো ছিল। কালো যেমন বের হয়ে গেল, খানিকটা পরে ও সেজেগুজে এল কানে দুল পরে। বাতাবী লেবুর ফুল দিলাম। ওকি সব শব্দ করতে লাগল। সিগারেট খাচ্চি, বল্লুম—দেখ কেমন ধোঁয়া? বল্লে—সিগারেট তোসর্বত্র মেলে। বল্লুম—আমি এক বিশেষ ধরনের সিগারেট ছাড়া অন্য সিগারেট খাই না। রমু ছিল পাশের ঘরে। খুড়িমা আসেননি জ্বর হয়েছে বলে। বল্লুম—বই

একখানা দাও। বল্লে—খিল দিন, ঠাণ্ডা আসছে। তারপর আলমারীর কাছে এল বই দিতে। উঠবার চেষ্টা করলুম, ও বল্লে, —বসুন। আরো খানিক গল্প করার পর আবার উঠতে যাচ্চি—ও আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বল্লে—বসুন। বল্লে—কেন যাবেন মন্মথবাবুর আড্ডায়? পান আনি। বল্লুম পানের দরকারনেই। বল্লুম—বইখানা দিয়েছে। কাল চাইব না আর। ও বল্লে চাইলেই বা কি! তাতে তো কিছুনয়, বই কি দিই না। রোজই তো দিই। বল্লে—সুপ্রভার কাছে যাবেন না? বল্লুম—সে নেই। বল্লে—তাই যান না। তার কাছে যান। কালো এল। চলে এলুম রাত হলে। ন'টা বাজে।

যখনখুকুপ্রথম এল, একটা পান সেজে আনলে ও হাতে দিলে। বল্লুম চুন হয়নি। বল্লে, আপনি যে বলেন চুন কম দিতে, তাই চুন দিইনি। যখন চলে আসছি কালো এসেছে তখনবল্লুম—বই এইবার দে। ও করুণ সুরে হাত দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—দেখুন বরং, ওরা রয়েছে।

১৯/২/৩৯ রবিবার

সকালে খুড়িমাকে দেখতে গেলুম। বসে গল্প করলুম। বাইরের ঘরে বহুক্ষণ বসবার পরেও এল। উঁকি মেরে চলে গেল, আবার এল অনেকক্ষণ পরে। বল্লে—বড় ব্যস্ত আছি, পাশেরঘরে ঢুকে গিয়ে আবার এল। বল্লুম এত সঙ্কোচের কারণ নেই। কিছুক্ষণ পরে মনোরমাকে নিয়েগেলুম ও ওদের সঙ্গে বারাকপুর। পথে পথে ঘেঁটুফুল। বরোজপোতের বাঁশবনে এক শিমূলগাছের অপূর্ব শোভা। আমের বউলের গন্ধ সারা গ্রামে সারাক্ষণ। গুটকে এল! ন'দি একা আছে।চলে এলুম কলাই নিয়েখুকুর বাসায়। খুকু দোর খুলে দিলে, বল্লে—বসুন। রোদে এসেছেন।বল্লুম তোর সুতো লম্বা না গোল ? ও বল্লে—মাগো কি ফাজিলই হয়েচেন। বল্লুম—এর মধ্যেকি আছে?

ডি.এম.সি-র সুতা কিনে আনব কলকাতা থেকে। বল্লুম—বারাকপুরে বসে তোর কথাই মনে হয়েছিল। বল দেখি কবিতাগুলো। ও বল্লে, 'একদিন ঝড়ের রেতে টর্চটা দিয়ে হাতে। বলতো যাব—নাঃ! ও ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—যাব না। সন্ধ্যায় এল। কালো গেল। রাণু পাশের ঘরেসেলাই করচে। বল্লুম—কে আছে? ও বল্লে—ওবেলা তো বল্লেন সব ছাড়বেন। একবার দোরখুলছি, ও বল্লে—চল্লেন কোথায়? বসুন। আলো ধরবার সময় বল্লুম—আবার আসবো মার্চ মাসে। ও বল্লে—এতদিন পরে? বল্লুম—না, ১২/১৩ দিন পরে। দাঁড়িয়ে রইল আলো ধরে।

২০/২/৩৯

সকালে উঠে আমবাগানে আমের বউলের সুগন্ধ পেলুম। গাড়িতে হাজারী, রায় সাহেব, বিশ্বনাথ, রামপদ কলিকাতায়। স্কুল। বিভূতিদের বাড়ি। বিভূতি ক্রিকেট খেলার বর্ণনা করল। হীরেনবাবুর সঙ্গেও কথা।...পশুপতিবাবুর বাড়ি। বউঠান এলেন—তাঁর সঙ্গে গল্প। পশুপতিবাবুনিয়ে এলেন যূথিকা দেবীর সুন্দর ঘরে। সুসজ্জিত কামরায় বসেও খুকুর কথা। খুকুর সঙ্গেমাটির ঘরে হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় যে আনন্দ পেয়েছি এখানে তার শতাংশের এক অংশওযদি পেতুম! কালই তো ঠিক এমনি সময় ওদের বনগাঁর বাসায় সঙ্গে দুজনে গল্প করে যে সুখপেয়েচি, অর্ধস্তিমিত লণ্ঠনের আলোয় তার সঙ্গে দুজনে গল্প করে যে সুখ পেয়েচি—তা কেদেবে? ট্রামে রমাপ্রসন্নের বাড়ি এলুম। রাত ৯টা। গৌরবাবু ছিল। সুপ্রভাদের হোটেলে গিয়ে শুনলুম ওরা ২৩শে আসবে।

আজ ম্যাট্রিকের পরীক্ষক হওয়ার চিঠি।

২১/২/৩৯

সকালে পার্কের অনুবাদক। স্কুল। ক্ষেত্রবাবু ও আমি বেরিয়ে বাস ধরে নারিকেলডাঙ্গারসার্কুলার ক্যানেলের ওপারে সল্টলেকের মধ্যে বসে কাটালুম সন্ধ্যা পর্যন্ত। সেখান থেকে ফিরেরমাপ্রসন্নর বাড়ি। ভূতনাথের সঙ্গে বাদুড়বাগানে এক ছোকরা...সঙ্গে দেখা করতে যাই। রাত১০টায় ফিরি। রত্নার চিঠি পাই।

২২/২/৩৯ বুধবার

সকালে গিরিন। স্কুল। বিমলাদের বাড়ি। বিমলাদের বাড়িতে নুটু না যাওয়াতে বিমলা সন্ধ্যা বড় দুঃখিত। আমি গিয়ে মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিই। পরেশ খুড়োর দোকান থেকে বিড়ি খেয়ে মেট্রো। হীরেন ও হরিপদ টিকিট কিনতে গিয়েছে। হেডমাস্টার বল্লেন, ছি ছি বিভূতিবাবু, আপনি ফার্স্ট ক্লাসে বসবেন ভেবেছিলুম, কিন্তু আপনি যে ওদের দিয়ে টিকিট কেনাবেন একথা আমার মনে হয়নি।

রমাপ্রসন্নর বাড়ি হয়ে এলুম। কমলের চিঠি পেলুম, অনেক ক্ষমা চেয়ে পত্র দিয়েছে। বনগাঁ না যাওয়ার জন্য।

২৩/২/৩৯

সকালে লিখি। লর্ড ব্র্যাবোর্নের মৃত্যু উপলক্ষে ছুটি। বাড়ি এসে অনেকক্ষণ রইলুম। রমাপ্রসন্নের বাড়ি সন্ধ্যায়।।

২৪/২/৩৯ শুক্রবার

সারাদিন ছুটি। দুপুরে ঘুমুই। বৈকালে লর্ড ব্র্যাবোর্নের শবযাত্রা দেখতে গেলুম গড়েরমাঠে। লোকে লোকারণ্য। হেঁটে ইডেন গার্ডেনে। খুকুর জন্যে...জায়গায় পড়ে গিয়েছিল সেখানেআসি। ট্রামে বউবাজারে নেমে রমাপ্রসন্নের আড্ডায়। সকালে এল সুরেন। সরোজ এসেকিরণশঙ্কর রায়ের মেয়ের বিবাহে নিমন্ত্রণ করে গেল। কামিনীকুমার দত্ত কুমিল্লা থেকে এসেকুমিল্লা সাহিত্য সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করলেন। সুরেন এল চট্টগ্রাম থেকে।

২৫/২/৩৯

সকালে হরিনাভির একটি ছাত্র এসে লাইব্রেরির জন্য কি একটা লিখিয়ে নিয়ে গেল। ফুল। বঙ্গশ্রী। মেস। কলেজ স্কোয়ার ঘুরে বিকেলে রমাপ্রসন্নের বাড়ি। শিবুকে সঙ্গে নিয়েশেয়ালদা স্টেশন। নীরদবাবুবনগাঁয়ে কেস্ করতে গিয়েছে, এই ট্রেনে ফিরবার কথা—যদি বনগাঁয়ের কথা কিছু বলে। এল না। আবার রমাপ্রসন্নের বাড়ি।

২৬/২/৩৯ রবিবার

...সালে রমাপ্রসন্নের বাড়ি হয়ে বেলুড়মঠে রামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসবে গেলুম। হাওড়া থেকে বাসে গেলুম। তবে বেজায় ভিড়। মঠে গিয়ে বিশেষ আনন্দ হল, একথা বলতে পারবনা। স্টিমারে ফিরলুম। দারুণ রৌদ্র। খুকুদের আসতে না লিখে ভালই করেছি। বৈকালে এলেনরত্নার বাবা অনুকূলবাবু ও কুমিল্লার কামিনী দত্ত। এই কামিনী দত্তের বাড়ি আমি গিয়েছিলুম১৯২২ সালে, কুমিল্লায় যখন যাই। রমাপ্রসন্নের বাড়ি হয়ে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে বসুমল্লিকেরবাড়ি সাহিত্যসেবক সমিতির অধিবেশনে যাই। সেখান থেকে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের সেইবাড়ি দেখে গেলুম। বেলুড়ে অনেক প্রার্থনা করেছি মনে মনে। কমল ও খুকুর পত্র পেলুম। কমল অনুযোগ করেচে বনগাঁ না যাওয়ার জন্যে। খুকুযেতে লিখেচে মহরমের ছুটিতে।মাধব বউঠান, তার দাদা ও বউদি নাকি গত শুক্রবারে বারাকপুরে মায়ের কড়া...।

সকালে গিরিশ এল। সুপ্রভার চিঠি ও বই নিয়ে এলুম। বেলুড় রেজিস্ট্রি পার্শেলে রুমাল, সুপুরি ও ফুল এল। ভুল করে রয়েল হোটেলে গিয়ে দেখি গেল না কিরণবাবুর ওখানে।মাধব...এসে বারাকপুর যাওয়ার গল্প। ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে বঙ্গশ্রী। রেডিও। নীরদবাবুর ফ্ল্যাটে।কিরণশঙ্কর রায়ের বাড়ি ক্যামাক স্ট্রীটে। সেখানে কালিদাস রায়, সুনীতিবাবু, সরোজ, অমলহোম, সীতা দেবী প্রভৃতির সঙ্গে, অতুল বসু আর্টিস্ট প্রমুখর সঙ্গে গল্প। ট্রামে বাসে। দেবাশীষ রেডিওর কনট্রাক্ট নিয়ে এল। রাত সাড়ে দশটা। আজ ৩টাকা পাঠিয়ে দিলুম ইন্দুর মাকে। তাইআজ শুভদিন। এত আনন্দ তাই ভগবান যোগালেন আমায় রাত দশটা পর্যন্ত।

২৮/২/৩৯ মঙ্গলবার

সকালে সজনীর বাড়ি। আরণ্যকের প্রুফ.। সজনীর বাড়ি থেকে নীরদের ওখানে গিয়েকাউকে পাই না। বাড়ি এসে দেখি গিরিন বসে। স্কুল সকালে ছুটি মহরমের জন্যে। অলকাকে নিয়ে এমসি। দপ্তরীর ব্যাপার নিয়ে গোলমাল বাধতে দপ্তরীর বাড়ি এলুম তখুনি। আবারকলেজ স্কোয়ারে ট্রাম ধরে বিচিত্রা। টাকা নিয়ে ডি এম,

বিচিত্র জগৎ নিয়ে পথের পাঁচালীর তৃতীয় সংস্করণ চায়। গিরিনের ওখানে চা খাই। পরে গল্প। একখানা বই দিয়েচে দিলীপ পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে ওখান থেকে খুকুর জন্যে একটা দুল কিনে রমাপ্রসন্নের বাড়ি। দেখলুম দিদিএসেছেন। গল্প করে খুকুর দুল দেখিয়ে বাসা। (?) হোস্টেলের ছেলে এল সভার জন্যে। সভায়যেতেই হবে, হোস্টেলে সামনের সপ্তাহে। আরণ্যকের প্রুফ নিয়ে এল। সমর দে ভায়া চমৎকারডিজাইন করেচে আরণ্যক-এর। আজ বেলডাঙ্গা নুটুর কাছে যাচ্চি রাত্রে।

১/৩/৩৯ বুধবার

শেষরাত্রে বেলডাঙ্গা পৌঁছে গেলুম। সারারাত্রি ঘুম নেই। জ্যোৎস্নারাত্রে শীত পড়ে গেল খুব। বাসায় গেলুম সকালে। বউমা খাবার আনলেন। চা করে দিলে। মামিমার সঙ্গে ঘুমুই দুপুরে। বৈকালে মামিমাও বউমাকে নিয়ে বহরমপুর। সন্ধ্যাবেলা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গার ধারে বসে কত কথা ভাবি। ঠিক যেন ইসমাইলপুরের জঙ্গল ও বালির চর। আবার কতকাল পরে ফিরেচি যেন ইসমাইলপুরে কিন্তু তার মধ্যে কত ব্যবধান। কলকাতার স্কুলে মাস্টারি। এখন গ্রীষ্মের ছুটিতে বকুলতলায় জেলে ছোঁড়া গাইতো ও মাঝি ভাই তুলে।কুঠীর মাঠে ভোরে সোঁদালি ফুল ফোটা জায়গায় বেড়ানো। চলরে চল নূতন যুগের তরুণ দল। কাজী নজরুলের গান স্কুলে গাইত। বাসতেল। গল্প শোনা। আবার খুকুর প্রেম। শিমুলতলাথেকে দাদা দাদা বলে ডাক।

টুপটুপ শিশির পড়চে। জ্যোৎস্নারাত্রে হেমন্তের। শিউলি ফুল ফোটা। সকালে আইভ্যান্‌হো অনুবাদ। বড়দিনের ছুটিতে কুঠির মাঠে বনভোজন, বড়দিনের ছুটিতে ও যখন আসে।জ্যৈষ্ঠমাসের ছুটিতে বিলবিলে নামা-ওঠা। বনগাঁর বন্যায় এক হাঁটু হেঁটে যাওয়া।

জ্যোৎস্নারাত্রে ছাদে বনগাঁর বাসায় বেড়ানো। তারপর ওর ছাদে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখলুম।বসুন বসুন—আঙ্গুল দিয়ে দেখানো। কেউ আছে পাশের ঘরে? গন্‌গন্‌। ও সব হয়েছে তারপরে।

রাত একটায় ফিরি। এই এখন সন্ধ্যা ৭টা। এখন ওদের বাসায় ও হয়তো অপেক্ষা করচে। ভাবচে যদি আসে।

২/৩/৩৯

ভোরে উঠে চা খাই। দশটার ট্রেনে উঠি খেয়ে। প্রচুর ঘেঁটু ফুল ফুটেছে খররৌদ্রে।...এদিকে তত নেই। তারপর ঘুমিয়ে পড়লুম—রাণাঘাট ও বারাকপুরে একটু জাগলুম। কলকাতায় ঘুম ভাঙল। বাসায় এসে রমাপ্রসন্নের বাড়ি। ফেভারিট কেবিনে ফাল্গুনী, আশু, জ্ঞানবাবু, রমাপ্রসন্ন ও গৌরবাবু—ওদের বসিয়ে হেঁটে গলিপথ দিয়ে স্কুলের মিটিং-এ।...অনেকদিনপরে। ওখান থেকে সন্ধ্যায় ছায়াভরা ছাদে যখন ছায়া নেমে এসেচে—দূরে আমার গ্রামে আজ হাটবার। এতক্ষণ হাট করে আমের বউল ঝরা পথ দিয়ে হাটুরে ফিরচে সবাই—বকুলতলার বাড়িতে কে এসে ডাকচে সন্ধ্যায়—ও খুকুখুকু, হাট নে। মেয়েটি বের হয়ে এল। ওর মা ঘাটেগিয়েছে...।

তারপর গাচ্ছিল জনতার মাঝে জনগণপতি। ফলে ফুলে এমনি কত জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে এল ভগবান, কত বাবা ও ছেলে দুখোর দোকানে খাওয়া। কত...নিয়ে ছুটে চলে আসা। কত গৌরী, খুকু, কত স্বপ্ন, মধুর আনন্দ, ভয়ানক দুঃখ, প্রেম বিরহের মধ্য দিয়ে অপূর্ব এই স্বপ্নবিহার।ভগবান এইরূপ সুখে দুঃখে। অপূর্ব অনুভূতি হল আজ বহুদিন পরে। কাল বাড়ি যাব। খুকুরসঙ্গে দেখা হবে অনেকদিন পরে।

৩/৩/৩৯ শুক্রবার

ভোরের গাড়িতে বনগাঁ। খুকুদের বাসায় বড় বিপদ। রাণুর মেয়েটি গতরাত্রে মারাগিয়েছে। রাত্রেও নয় ভোর ৫টায়। আমি গিয়ে দেখি হরিমোহন বাইরের ঘরে। অনেকক্ষণ পরেখুকু চা দিয়ে গেল, তারপর একটা ছুতো করে বাইরের আলমারিতে বই নিতে এল, আসলেসেটা কিছু নয়, হরিমোহন রয়েছে বলে মুখে বল্লে—বই নিতে এলুম,

ঘুমুবার আয়োজন করছি বলে চেয়ারে বসলে। কিছু পরে দরজার কাছে দাঁড়াল। আমি নিজেই উঠে চলে এলুম, তখনো খুকু বকচে। রাত্রে দেরী করে গেলুম তখন সাড়ে সাতটা। খুড়িমা দোর খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলেন। দুবার খুকুআলো দিয়ে যা বল্লেন—তারও অনেক পরেখুকুএল। এসে টারজানের গল্প আরম্ভ করলে। শেষ হয় না। হরিমোহন রয়েছে ছাদের ওপর। খুড়ীমা অস্বস্তি বোধ করচেন দেখে বল্লুম...যাই আমি।খুকুবল্লে, পান খাবেন না? বল্লুম বসি। পান নিয়ে এল। তখন কিন্তু আর যেতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু ওর টারজানের গল্পের মাঝখানে আলো নিবে গেল। আমি উঠে চলে এলুম। ও একবার বল্লে—কদিন আছেন ? বল্লুম—আছি চার পাঁচ দিন। ও বল্লে—কিসের ছুটি? বল্লুম তোর সে কথায় দরকার কি? খুড়িমা সব সময় বসে। ও খুবসেজেগুজে এসেচে। সাজতে দেরী হয়েছিল।

৪/৩/৩৯ শনিবার

সকালে খুড়িমা দোর খুল্লেন। খুকুএকবার এসে বল্লে, বসুন আসছি। বলে আর আসে না।অর্থাৎ কাজে ব্যস্ত আছে। রাণুর মেয়ে মারা গিয়েছে। কালো এল। তারপর যেই কালো চলেগেল ও এল। বল্লে—একমনে কি পড়া হচ্ছে ? বল্লুম—কাল সন্ধ্যায় অত দেরী করলি কেন? বল্লে—তখন গা ধুয়ে এলুম—তাছাড়া আলো নেই। রান্নাঘরে রয়েচে আলোটা। লণ্ঠন জ্বালাহয়নি। বল্লুম—কাল তুই আলমারি থেকে বই নিতে এসেছিলি কেন? আমি জানি। ও বল্লে—ঠিক। আর বলতে হবে না। বল্লুম, তা জানি ও একটা ছুতো। হরিমোহন ছিল তাই। ও বল্লে, ওটা বড় খারাপ লোক। ভারীকুচুক্কুরে। বল্লুম, আর আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম, তখন কি বুঝেছিলি? ও বল্লে, তাও জানি। বল্লুম, ঠিক তাই। বল্লে—তারপর তেজ পড়ে গেল কেন? বল্লুম—পান খেয়ে তেজ পড়ল। বল্লুম—তুই যখন আমতলা দিয়ে যেতিস, কে জানতো তুই এমন বন্ধু হবি জীবনে? ও হাসল। কালো সর্বদা যাতায়াত করছে। বল্লুম আমার সঙ্গে মিশিস আর জোর করে বলতে পারিসনে ভালবাসা গর্বের জিনিস? বল্লে, তা মাগো বলা যায়।

রাত্রে গিয়ে কংগ্রেসের কথা বলে চলে আসি। তারপর সাহিত্য সভায় যোগ দিই।

৫/৩/৩৯ রবিবার

আজ সকালে ও নিজে দোর খুলে দিলে। বসলে। বল্লুম, ভাবিস আমায় বসে? বল্লে, নিশ্চই। আপনি কি দেখতে এসেচেন জানি নে ? কাদম্বরী বইখানা ওধারে নিয়ে তাই উঠল। ওবল্লে—আপনি আমার জীবনে অন্যভাবে এসেছেন, ওভাবে আসেননি। ও বল্লে, এই দেখুনআপনি থাকলে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। সবার সামনে জোর করে বসেছিলুম। আমিবল্লুম—আমিও পারিনে। ও বল্লে, আপনি আজকাল কি যেন হয়েছেন, এমন তো ছিলেন না।

সন্ধ্যায় গেলুম, ওর আর এক মূর্তি। ওই দোর খুলে বল্লে, আসুন। বলে চলে গেল। ওরআসুন কথাটি অভ্যর্থনাসূচক। তারপর এল। বল্লুম,—ওবেলা তোর মাথায় পোকা ঢুকেছিল? কাদম্বরীর পাওয়া কি হবে? বল্লে—হবে এখন। এর পরে। বল্লুম—আমি যদি একেবারে তোর জীবন থেকে চলে যাই, তুই কি খুশি হবি? বল্লে—না। কখনই না? বল্লুম—তবে? প্রফুল্ল এল।এসে বাড়ির মধ্যে গেল। ও অনেকক্ষণ দেখছিল দালানে। বল্লুম—বারাকপুর যাবি তো? বল্লে—এবার সেখানে খুব ভিড় হবে। পরেশ খুড়ো, নগেন আসবে। মেলা লোক। পুঁটি দিদিআসবে। বল্লুম—পুঁটি দিদি উঠবে কোথায় ? আমার বাড়িতে থাকতে দেব না। বল্লে—না, আপনার অবনতি দেখলে আমার কষ্ট হয়। কেন থাকতে দেবেন না? বল্লুম—না। রামপদকেকিন্তু দেখতে পারিনে। বল্লে—না—ও অবোধ, ওকে ক্ষমা করুন। তোর গুড ওয়ার্কস যা কিছু আমায় দেখতে হবে। বল্লে, মাগো! কি কথাবার্তা! প্রফুল্ল তখনো ভেতরে কথা বলছে। আমিবাইরের ঘরে এসেচি—ও তখুনি সেখানে এল আমার সঙ্গে কথা বলতে। প্রফুল্ল এল। খুড়িমাএলেন।

আসবার সময় বলচি—কেমন জ্যোৎস্না। ও দেখি বাইরে বেরিয়েছে। বলচে, আপনিএখনো ওখানে আছেন? বল্লুম—জ্যোৎস্না দেখচি। বল্লে—দুপুরে জানালার কাছে তেতলায়দাঁড়িয়েছিলুম কিন্তু দেখলাম না। এলেন না কেন দুপুরে? ভাবলাম আমায় দেখলে আপনিআসবেন। কিন্তু এলেন কই।

৬/৩/৩৯ সোমবার

সকালে গেলুম। দোর খোলা। বল্লুম—কই কে, কোথায়? খুকু সামনের ঘর থেকেবলচে—আমি এখানে আছি। তারপর ছেলেপিলেদের বকচে কে কি ভেঙেচে বলে। বল্লুম কি ভেঙেচে রে? বল্লে—সে কথায় আপনার দরকার কি? বল্লুম—পোড়ার মুখে কি বাক্য ? ও এসেবসল। বল্লুম—অবনতি দেখলে কষ্ট হয়, চমৎকার বলেছিস। তুই ওঠ তবে। স্ট্রিক্ট হবি। বলে, হবার তো চেষ্টা করি, আপনার কথার চোটে মাথা খারাপ হয়ে যায়। বল্লুম সেখানেই তোদের মহত্ত্ব। বল্লুম—আমায় ভালবাসিস? বল্লে—না। ওরকম বলিনে। মন দিয়ে মন বুঝতে হয়।বেলার কথা হল। আধুনিক মেয়েদের কথা হল। ও বলে, লেখাপড়া শিখে সব কি হচ্ছে? সত্যিজিনিস যেখানে নেই, সেখানে অমন করে দেন মেয়েরা? বল্লে—আপনি যতই দোষী বলুনআমার কাছে আপনার দোষ ঘটেনি। খুড়িমা এসে বল্লেন—কি যে তোমরা বলো, এত বকতেওপারো দুজনে! তারপরও ও অনেকক্ষণ বসলো। শেষে বল্লে—যাই। বল্লুম—না, দাঁড়া। রইলআরো এক মিনিট। ১০টা বাজে। বল্ল—বারাকপুর যান, মোটরে করে এসে বারাকপুর দেখে, আপনি দিলেন হাওয়া? কিন্তু বিকেলে ফিরে আসবেন। যাবেন নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে যাবি? ওবলে—আপনি মুখ দেখাবেন কি করে? বল্লুম—তাতে কি? বল্লে—রাগ করে।

বারাকপুর গেলুম। ঘেঁটু ফুলের সুবাস সারা পথে। পচাদের বাড়ি ও নিজের বাড়ি। খুকুযেন পাশের উঠোন দিয়ে আসছে। চালকীপাড়ার মধ্যেদিয়ে চলে এলুম। শুটকে সঙ্গে এল অনেকদূর। খুকুদের বাড়ি বড় ভিড়। বার হয়ে এলুম। আবার গেলুম। ও এসে দোর খুললে। আমার দেওয়া কাচের তারা ফুল চুলে পরেচে। ও বেলা বলেছিলুম পরতে। নক্ষত্রের রেডিও বক্তৃতা পাঠ। ভগবানের কথা বলতে বলতে লাভ'-এর কথা এল। ও বল্ল—লাভ ইজ হেভেন, এ রকম হয় না, আমাদের যেমন হয়েছে। বল্লুম, কত বছর বয়েস থেকে ঠিক বুঝচিস।বল্লে—তা জানি নে। তবে ছেলেবেলা থেকেই আপনি এলে আমি ঘরে থাকতে পারতাম না। ছটফট করতাম। বল্লুম—আঁটি চুষে ফেলে দিয়েচি ১৩ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত। এখন যেহতভাগ্য পাবে সে খোসা চুষে খাবে। ও-ও বল্লে,—সত্যিই সে হতভাগ্য। সে খোসা খাবে। বল্লুম—তুই মরে গেলে ভাল হয়। ও বল্লে, আমি জানি কেন বলচেন। ভালবাসারলোককে—আর কাউকে দেওয়া যায় না। বল্লুম—দিবি? বল্লে—সত্যভঙ্গ করতে দেব না। বল্লুম—খুকুখুকুকরে ডেকেচি বারাকপুরে। বল্লে,—ওমা, পাগল নাকি? কে কি ভাবলে? ন'দি কিভাবলে? বল্লুম—একবার সীতার বয়েস হবে না? বল্লে—না। বল্লুম—জানি তুই নিশ্চই দিবি।ও হাসতে লাগল। বল্লুম—তেমন অবস্থা হলে নিশ্চয়ই দিবি জানি। বল্লে—ডোবোর কাছেশুনেচি। বাসরের প্রথম দিনই। তা কেমন করে হয়? ঝাঁটা মারো! বল্লুম—আম্বা বুড়ো যখন হয়ে যাবি তখন কি ছল করবি? বল্লে—তা কেন? কিছুই হবে না। বুড়ো কি মানুষ হয় না? উঠতে যাই, কিছুতেই উঠতে দেয় না। কিছুতেই না। কত ছুতো। বল্লুম—খুড়িমাকে ডাকি। ও কিছুতেই যাবে না। বলে—যাচ্চি যাচ্চি, আর যায় না। আবার কথা বলে। ঘুরে গিয়ে প্রেমেরকথা। গুডনেসের কথা কতবার। অনেক পরে তখন মেরে কেটে উঠে এলুম। অপূর্ব আনন্দ।দুবার বল্লে, টর্চটি নিয়ে হাতে—এ গানটি বাবুর মনে পড়ে? কপোত-কপোতী ধান খাবি আয়? এত ধরনের কথা। (সজনীকে পাঠিয়ে দিই) বল্লুম...।

বলে—একজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ভগবানকে পেতে হয়। অর্থাৎ আমি ওর প্রতি যেনঠিক থাকি। বলে—প্রেম কি কম সাধনার ধন? না সকলের জীবনে হয়? অনেক কষ্ট। এসববাধা সেজন্য হয়। উঠবার সময় বল্লে,—কোথায় যাবেন মরতে? বসুন না? তাড়াতাড়ি কেন? বল্লুম—মন্মথবাবুর আড্ডায় একটু যাই, তামাক খাব। বল্লে—হা, তামাক না খেলে কি হয় ? বলে—অনেকদিন পরেই দেখা হওয়াই ভাল। যেন আগুনে ঘি পড়ে।

৭/৩/৩৯

সকালে বনগাঁ থেকে এলুম। দুলুর মার বাড়ি ডাঁটা দিয়ে স্কুল। বিমলাদের বাসা।রেডিও.স্কোয়ারে বসি। কমল আবার...দিয়ে পত্র দিয়েছে। রেণুকে পত্র দিলুম। রমাপ্রসন্নদের বাড়ি। স্কুলের ছাদ থেকে দেখি নিবারণ ঘোষ নেয়ে আসচে রায়পাড়ার ঘাট থেকে। মেস।

৮/৩/৩৯

সকালে বহু লিখি। শরীর খারাপ। ট্রামে স্কুল। সারাদিন সেখানে শুয়েই কাটাই। স্কুলের পর বিমলাদের বাড়ি যাই ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গেখুকুর গল্প করতে করতে। বিমলা ও আমি তাস খেলি। খুড়িমা ও রায় বুড়ি বসল অন্য হাতে। ওরা হেরে গেল। ট্রামে নীরদবাবুর ফ্ল্যাট-এ। ওদের মোটরে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এসে ট্রামে রমাপ্রসন্নর বাড়ি। বাগচীর দপ্তরী টাকা দিয়ে গেল কুড়িটা।

৯/৩/৩৯

কাপড় কাচি খুব সকালে। স্কুল। গিরীন সোম এল আরণ্যক-এর ভূমিকা নিয়ে। স্কুল।দেবাশীষ এল রেডিওর কনট্র্যাক্ট নিয়ে। এম.সি.। আজ বিয়ে।...দ্য আমায় বলেননি। মেস। শরীরভাল নয়। বিভূতির বউবাজারের দোকানে গিয়েছিলুম ছুটির পরে—সেখানে বিরাজ সরকার বসে। বেণু আজ আমার চিঠি পেয়েছে। ফুলর টাকা পালমহাশয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়েছি।

১০/৩/৩৯

সকালে আরণ্যক-এর ভূমিকা বদলে লিখে দিলুম। স্কুলে সকালে ছুটি নীরদের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করি ও চা খাই। বাসে সুরেন ধরের বাসা। রমাপ্রসন্নের বাসা। সুরেন স্টেশনে গেল। তারসঙ্গে শেয়ালদা ও সেখান থেকে আবার সুরেনের বাসা। সুরেনের ছেলে পড়চে। বাসা এলুম।

১১/৩/৩৯

শেষরাত্রে উঠে বেলডাঙ্গা রওনা লালগোলা প্যাসেঞ্জারে। সারা পথে ঘেঁটুফুলের শোভায়মুন মুগ্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে মদনপুর ও শিমুরালি স্টেশনের কাছে। ওদিকে বীরনগরস্টেশনের দুপাশে মাঠ। তাছাড়া আর দেখি, পাগলাচণ্ডী বলে একটা গ্রামের পাশে সুন্দর দৃশ্য।একটা বিল আছে নদীর মতো। এরপর আর গাছপালা বড় একটা নেই ওখানে—ঘেঁটুফুল তো নেই। বেলডাঙ্গা থেকে বহরমপুরের মধ্যে কিছু পড়ে। দুপুরে খেতে যেয়ে বউমার হাতেরপায়েস ও মাছের চচ্চড়ি খেয়ে বিকালে মামিমাদের নিয়ে আবার রওনা। সারাপথ দূরে পুবআকাশের দিকে চেয়ে এই বসন্ত অপরাহ্ণে মনে হচ্চিল কত গ্রামে—কত বাঁশবনের আড়ালেকত আম্রবন...কত পল্লীবালা...এরই মধ্যে একটি গ্রামের একটি মেয়ে শিউলিতলার আড়ালথেকে ছুটে ছুটে আসতো আমগাছের পাশের পথ দিয়ে। এই বসন্তে তাদের গ্রামেও এমনি ঘেঁটুফুলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, এমনি কোকিলের ডাক, এমনি শুষ্ক বংশপত্রের মর্মরতাদের ও বাড়ির পিছনের বাঁশবনে...এই সন্ধ্যায়...নিস্তব্ধ, উদাস সন্ধ্যায়। কিন্তু সে সেখানেনেই—আছে অন্যত্র। বিরাটি নেমে শুনি দাঙ্গায় আজ গাড়ি বন্ধ।কাঁকিনাড়ায় নেমে মামার বাড়িরাত্রে আসি। যেমন মশা, তেমনি গরম রাত্রে ঘুম নেই।

১২/৩/৩৯

সুরেন এল হোটেলের জন্যে। রমাপ্রসন্নের বাড়ি হয়ে হেঁটে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে স্কুল। স্কুলে।শেষ পিরিয়ডে ছুটি। ট্রামে পশুপতিবাবুর বাসা। জ্যোৎস্না চা ও খাবার দিলে। কথাবার্তা বল্লে। টেলিফোনে নীরদবাবু ও যূথিকা দেবীর

সঙ্গে কথাবার্তা হল।...বাড়ি।...মেয়েটি বেশ। যাবার সময় দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বলি। ট্রামে রমাপ্রসন্নের বাড়ি আসতে পথে ভূতনাথের সঙ্গে দেখা।ভূতনাথ নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালে ফেভারিট কেবিনে। ওয়াই.এম.সি.এ-র সেক্রেটারির সঙ্গেডিবেট নিয়ে গল্প। রমাপ্রসন্নের স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান নিয়ে গল্প। বাসা।

১৩/৩/৩৯

আগের দিনের ডায়েরি ভুল লিখেচি। এই এন্ট্রিটা আগের দিনের হবে।

মামার বাড়ি ভীষণ গরম, ভাল ঘুম হল না। ভোরে ঘুম লাগা। কোথাও গেলুম না।বিকালে পার্ক সার্কাসে নিরুপমা দেবীর স্কুলে পারিতোষিক বিতরণ দেখতে গেলুম। বাসন্তী দেবীরসঙ্গে গল্প করলুম। মুকুল-এর নিকা দেবো বল্লুম। নিরুপমা দেবী বল্লেন, কিন্নর দল-এর কি করেচি। বিবাহ বলে একটি রবীন্দ্রনাথের পদ্যের চমৎকার দৃশ্যে মূক অভিনয় করলে মেয়েরা। ওখান থেকে রমাপ্রসন্নের বাড়ি এসে গৌরববাবুর বিবাহে গেলুম রমাপ্রসন্ন, মাধব, শিবু ও আমি।

১৪/৩/৩৯

সকালে পুরোনো বই বার করি। সুরেন এল হোটেলের জন্যে। স্কুল। ছাদ থেকে রোজএই বসন্তের দুপুরে বাড়ির দিকে চেয়ে থাকি। যেন অসহ্য মনে হয়েছে। স্কুলের একঘয়ে জীবনযেন আর ভাল লাগে না। নূতন পথ দেখতে হবে, নূতন দেশ, নূতন জীবনের কথা মনে উঠছে। আবার বহুদূরে—মনে হচ্চে সমুদ্রপারের দেশে যাই—মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেবর্ষা সন্ধ্যা, দুপারের সঙ্গে যোগ রেখে জীবন নির্বাহ করি। ইলেকট্রিক পাখা, মার্বেল পাথর, ব্রাশসিমেন্ট—খরিদ হল। মুক্তি চাই। ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে বার হয়ে বিনোদবাবুর বাড়ি বহুদিন পরে চাখেলুম। হেঁটে কলেজ স্কোয়ার। সুরেন হোটেলের বাড়ি দেখালে। মেসে এসে সুরেন রইল ৮টাপর্যন্ত।

১৫/৩/৩৯

সালে বিচিত্র জগৎ এক প্যারা। সুরেনের সঙ্গে হোটেল দেখে রমাপ্রসন্নের বাড়ি।বিশ্বনাথের বাড়ি থেকে টাকা আনি। স্কুল। ছাদ থেকে দূরের গ্রাম দেখি। খুকুর প্রতি টানটা যেন সম্পূর্ণ কমে গিয়েছে। এমন তো কখনো হয়নি। এ কি সোসাইটি-র দরুন এমন হয়েছে? সে ওয়াইল্ড জয়েস কৈ আর ? আজ দু'তিনদিন এমনি দেখচি হয়েছে। নইলে স্কুল থেকে চলেগেলুম দিব্যি মানকুণ্ডু ? দেবুর সঙ্গে সব কথাবার্তা ঠিক করে এলুমকেমন করে? বেশ একটামাঠ, ডোবা, ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে চললুম, বেড়ালুম, মানকুণ্ডুস্টেশন থেকে কিছু দূরে একটা বাঁধা রাস্তার ধারে। ভগবান তার পরে ভালবাসা বাড়বে। হাওড়া স্টেশনে এক ভিখারিকে পয়সা দিয়ে বল্লুম, খুকুর মঙ্গল হোক। রমাপ্রসন্নের বাড়ি। গৌর, অমিয়, গ্রামোফোন দিয়ে গেছে। মাধব। খুকুর জন্যে নিয়ে যাব। কিছুদিন রাখতে পারি মেসিনটা মাধব বলেচে। দুমাস পরে ফেরত দিলেই হবে। মিটিং-এর নোটিশ পেলুম আজ।

১৬/৩/৩৯ বৃহস্পতিবার

সকালে সজনীর ওখানে দেখা পেলুম না। তারাশঙ্কর এল। সুধা চা খাওয়ালে। তারাশঙ্করও আমি দুজনে একসঙ্গে বার হয়ে এলুম কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। ট্রামে মেস। সুরেনের সঙ্গে পথে দেখা। স্কুল। ছাদ থেকে দূর গ্রাম দেখি রোজ যেমন দেখি তেমনি। নিবারণ ঘোষ নাইতে যাচ্চে, রোজ মনে হয়। আজ মনে হচ্ছিল আমি হাটে চলেছি...করতে করতে যাচ্ছে আমার সঙ্গে জগোআর গুটকে। খুকুর কোনো প্রীতির দরুন মনের আনন্দে...করতে করতে চলেছি। স্কুল থেকেক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে এক দোকানে...ট্রামে বিচিত্রা। সজনী। সজনীর সঙ্গেও এবেলাও দেখা নেই।কাত্যায়নী বুক স্টলে এলুম। আরণ্যক আজ বার হয়েছে। গৌরীর নামে বইখানা উৎসর্গ করেচি।ওখান থেকে চা খেয়ে সত্যের সঙ্গে দেখা ফুটপাথে। রমেশবাবুর ওখানে হীরু ও শিবরাম। শিবরামের সঙ্গে এম-সি। রমাপ্রসন্ন। জ্ঞানবাবু এল। জ্ঞানবাবুর সঙ্গে বার হয়ে এক দোকানে চাখেয়ে মেস।

হাত পা ধুয়ে ভাবছিলাম ভগবানের কথা। খুকুর সঙ্গে দেখা হবে শনিবারে।গ্রামোফোনটা মাধবের। নিয়ে যাব ওকে শোনাতে।

১৯৩৯-এর দিনলিপিতে উল্লিখিত ব্যক্তি, ঘটনা ও স্থানের পরিচায়ক টীকা

১. স্যার পি. সি. রায়—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বিভূতিভূষণ এঁর বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন।

২.এম. সি.—প্রখ্যাত প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স।

৩.দিলীপ—নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায়, লেখকের বন্ধু।

৪. বিয়ে—লেখকের প্রথমা পত্নী গৌরীদেবীর স্মৃতি রোমন্থন করছেন।

৫. শিবরাম—সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী।

৬.সুবর্ণদেবী—সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের স্ত্রী।

৭. প্রেমাঙ্কুরবাবু—সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

৮. ফাল্গুনী মুখুজ্যে—সাহিত্যিক।

৯. মানিক—সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০. মামা/মামিমা—লেখকের ছোটমামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নদীর পত্নী নির্মলা দেবী।

১১. নৃপেন—সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

১২. আশীষ গুপ্ত—ঘাটশিলায় এঁর বাড়িই ঋণের টাকার বিনিময়ে লেখকের হাতে আসে।

১৩. উপেন গাঙ্গুলী—সাহিত্যিক, 'বিচিত্রা'-র সম্পাদক। এঁর পত্রিকাতেই 'পথের পাঁচালী'ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৪. বিধায়ক—নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য।

১৫. হেমেনদা—সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়।

১৬. সরোজ—সাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী।

১৭. বেলডাঙা রওনা—এ সময় বিভূতি-ভ্রাতা নুটবিহারী বেলডাঙায় ডাক্তারি করতেন।

১৮. সুধা—সজনীকান্ত দাস-এর পত্নী সুধা দেবী।

[মুদ্রিত অক্ষরে কোনোদিন প্রকাশিত হবে বলে এ দিনলিপি লেখা হয়নি। আত্মীয়হীন, গৃহহীন শূন্যতার মধ্যে জীবনযাপন করতে করতে প্রীতি, বন্ধুত্ব এবং উষ্ণতার জন্য মানুষের মনে যে বুভুক্ষা জেগে ওঠে, এ দিনলিপি তারই বহিঃপ্রকাশ। এই কারণেই এর ভাষাও আদৌসুবিন্যস্ত নয় বরং প্রায় সাঙ্কেতিক। অনুচ্ছেদ, যতিচিহ্ন বা ব্যাকরণের নিয়ম বহুলাংশে অগ্রাহ্যকরে এ এক আশ্চর্য চেতনাপ্রবাহ।]

—নির্বাহী সম্পাদক